সচিত্র শম্ভু রত্নাকর

বা

শিব ও বাল্মিকীর কথোপকথন।

(প্রথম সংস্করণ।)

শ্রীদীনবন্ধু সেন দ্বারা প্রণীত।

---

১ নং দেওয়ান্স লেন হইতে

জি, এম, শেট দ্বারা প্রকাশিত।

বিডনস্কয়ার পোষ্ট

কলিকাতা।

সন ১২৯৮ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

CALCUTTA, Doorga Churan Mitter's Street

No 1 Dewan's Lane.

Printed by Shoshi Bhooshun Ghose & Brother,

SHOODHANIDHI PRESS.

শম্ভু রত্নাকর

বা

শিব বাল্মীকির কথোপকন।

গ্রন্থসূচনা।

'রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
রামায়ণ গ্রন্থ হৈল অবনি ভিতর ॥"

এই কথাটী কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বিরচিত ভাষা রামায়ণে দেখা যায়, কিন্তু বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণে ইহা নাই। রামের রাজত্বকালে দেবর্ষি নারদের উপদেশে বাল্মীকি মুনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ বিরচন করেন, বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করিলে ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তবে কৃত্তিবাস কি স্বকপোল কল্পিত বাক্যে রাম জন্মিবার ষাটি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ বিরচিত হওয়ার বিষয় জগতে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন? তাহাও নয়। পৃথিবীতে নানা মুনি প্রণীত নানামত বিশিষ্ট নানা

প্রকার রামায়ণ প্রচারিত আছে। কৃত্তিবাস সেই সকল রামায়ণের মধ্য হইতে কতিপয় রামায়ণের মত সঙ্কলন করত বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে প্রচলিত তাঁহার সুবিখ্যাত রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার কোন রামায়ণ বিশেষ অনুবাদ করেন নাই, কথকের মুখে শুনিয়া যে উহা রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার কৃত রামায়ণ মধ্যে স্থানে স্থানে প্রকাশিত আছে। যথা,—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস্বতী মুখে।
শ্লোক শুনিয়া গীত গাইল কৌতুকে॥'

যাহা হউক সংস্কৃত ভাষায় যত রামায়ণ আছে, তন্মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণই প্রসিদ্ধ। আর হিন্দি-ভাষায় তুলসীদাসকৃত রামায়ণ অতি বিখ্যাত। যেমন প্রতি দ্বাপরযুগে ভগবান স্বয়ং অংশানুক্রমে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ বিভাগ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণ ও উপপুরাণাদি গ্রন্থ নিকর বিরচন করিয়া জগতে জ্ঞানস্বরূপ পরম-ব্রহ্মকে প্রচার করেন, তেমনি প্রতি ত্রেতাযুগে ভগবান শঙ্কর অংশানুক্রমে বাল্মীকি রূপে অবতীর্ণ হইয়া রামগুণ গানচ্ছলে রামায়ণ নামক মহাকাব্য রচনা করিয়া থাকেন। মহাদেব পঞ্চমুখে নিরন্তর রামনাম জপ করিয়াও পরিতৃপ্ত না হইয়া প্রতি কল্পের প্রতি ত্রেতাযুগে বাল্মীকি নাম ধারণপূর্ব্বক

রামায়ণ প্রণয়ন করেন। হিন্দুস্থানী লোকেরা তুলসী দাসকে যেমন কলিকালে বাল্মীকির অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক হিন্দুলোকে কৃত্তিবাসকেও তদ্রূপ কৃত্তিবাস বা বাল্মীকির অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। একারণ আমরা শিব বাল্মীকির গুহ্য কথোপকথন লিখিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে মহাকবি বাল্মীকির পাদপদ্মই বন্দনা করি।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম অধ্যায়।

"কুজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ় কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্"

পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মূহুর্ত্ত, ত্রিংশৎ মূহুর্ত্তে দিন, পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন ও দুই অয়নে বৎসর পরিগণিত হয়।

পক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত;—যথা, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ, ঋতু ছয়, যথা,—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, হেমন্ত ও বসন্ত। আর অয়ন দুইভাগে বিভক্ত; যথা.—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাঁহাদিগের রাত্রি বলিয়া কথিত আছে। আমাদিগের অধিষ্ঠিত এই পৃথিবীর উত্তরভাগে অর্থাৎ উত্তর কেন্দ্রের পরেই স্বর্গদ্বার বা স্বর্গ, সেই স্বর্গে দেবগণ বাস করিয়া থাকেন। তথায় কোন নরলোকের গতিবিধির সামর্থ নাই, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির কুকুর

সমভিব্যাহারে সশরীরে সেই স্বর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক আমাদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন অর্থাৎ এক দিন রাত্রি হয়; এ জন্য উত্তর কেন্দ্রে বৎসরে এক দিন ও রাত্রি হয়। উত্তরায়ণের ছয়মাস তথায় ক্রমাগত দিন থাকে অর্থাৎ আমাদিগের সেই ছয়মাসে সেখানে সূর্য্যদেব এক মূহুর্ত্তের নিমিত্তেও অস্তগত হন না, আর দক্ষিণায়নের ছয় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব তথায় একবারও উদিত হন না; সুতরাং সেই ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি থাকে।

দেবগণের দ্বাদশ সহস্রবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ নিঃশেষিত হয়। চারি সহস্র ও উভয় সন্ধ্যায় আটশত বৎসর সত্যযুগের, তিন সহস্র ও উভয় সন্ধ্যায় ছয়শত বৎসর ত্রেতাযুগের, দুই সহস্র ও উভয় সন্ধ্যায় চারিশত বৎসর দ্বাপর-যুগের এবং এক সহস্র ও উভয় সন্ধ্যায় দুই শত বৎসর কলিযুগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিযুগের সমষ্টিকে যুগ বলা যায়। দেব পরিমাণের সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার রাত্রিও হইয়া থাকে। ব্রহ্মার ঐ দিবসের মধ্যে চতুর্দ্দশ মনু সমুৎপন্ন হন। দেবমানের কিঞ্চিদধিক এক সপ্ততিযুগ এক এক মনুর ভোগকাল। ব্রহ্মার দিবসাবসানে তাঁহার রাত্রিকালে দৈনন্দিন প্রলয় হইয়া থাকে। এই

প্রলয়ে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকই ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু ইহার উর্দ্ধতন মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক ও সত্যলোক বিদ্যমান থাকে। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল একার্ণব হইলে ব্রহ্মরূপী নারায়ণ যোগনিদ্রাবলম্বন পূর্ব্বক অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া দেবমানের সহস্রযুগ পরিমিতকাল সমাধিস্থ থাকেন। তাঁহার রাত্রাবসানে ঐ প্রলয় কাল অতিত হইলে ভগবান ব্রহ্মা জাগ্রত হওত পুনর্ব্বার স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি করেন। পরমপুরুষ ভগবান আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে, তাঁহার বাম অঙ্গ প্রকৃতিরূপে পরিণত হইলেন। এই প্রকৃতিই পরমাশক্তি স্বরূপা। তাঁহারই সাহায্যে সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরুষের বাম অঙ্গ হইতে প্রকৃতির উৎপত্তি বলিয়া তিনি বামা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যিনি প্রকৃতি সেবক, তিনি সকল প্রকারে সুখী হয়েন, কিন্তু প্রকৃতির অবমাননাকারী চির দুঃখী হইয়া থাকে।

ব্রহ্মার দিবসের পরিমাণ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই পরিমাণে তাঁহার শতবর্ষ আয়ু নির্দ্ধারিত আছে। এই আয়ুর পূর্ব্বার্দ্ধগত ও পরার্দ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বার্দ্ধের অব-সানে যে মহাকল্প হইয়াছিল, তাহাকে পাদ্ম আর পরার্দ্ধের প্রথমে যে মহাকল্প হয়, তাহাকে

বারাহ কল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; এই বারাহ কল্প এক্ষণে চলিতেছে।

একমাত্র অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্ম ভগবান, বাসুদেব রজোগুণে ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, সত্বগুণে বিষ্ণুরূপে পালন এবং তমোগুণে শিবরূপে সংহার করিয়া থাকেন। অতএব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক মাত্র তিনিই কারণ। দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থে শক্তিরূপে তিনিই বিরাজমান আছেন। তাঁহা ভিন্ন জগতে স্বতন্ত্র পদার্থ অন্য আর কিছুই নাই। এই জন্য জ্ঞানীগণ জগতকে বিষ্ণুময়রূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সনাতন বিষ্ণু আত্মারূপে সর্ব্ব জীবে বিরাজিত থাকিয়া অন্নরূপে প্রাণী পুঞ্জের জীবন রক্ষা করিতেছেন। এ কারণ তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত জনগণ অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানে অন্ন ভোজন করিলে ভোক্তা সানন্দ ও সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি হইয়া ভক্তি ভুক্তি ও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর যে সকল মূঢ়েরা অন্নের নিন্দা করে বা অবজ্ঞাপূর্ব্বক অন্নাহার করে, তাহারা অচিরে রোগগ্রস্ত হইয়া সংহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেই ভগবান সূর্য্যরূপে লোক সকলকে দীপ্তি দান এবং অন্ন জলাদি প্রদানে তাহাদের তৃপ্তি বিধান করেন। তিনি রাজা হইয়া প্রজা পালন এবং প্রজা হইয়া রাজকর প্রদান করিতেছেন। তিনিই

আবার প্রভুরূপে সেব্য এবং ভৃত্যরূপে সেবক হইয়া থাকেন। তিনি গুরু রূপে লোক সকলের পরিত্রাণ এবং শিষ্যরূপে গুরু সেবা করেন। পিতা হইয়া পুত্র উৎপাদন এবং পুত্র হইয়া পিতৃ তর্পণ করিতেছেন। তিনি মাতা হইয়া সন্তান পালন এবং সন্তানরূপে মাতৃপদ লেহন করেন। তিনি ভগবান হইয়া পূজিত এবং ভক্ত হইয়া স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি রামরূপে শিবভক্ত এবং শিবরূপে রামভক্ত হয়েন। সেই নারায়ণ নিজেই ভক্তবেশে জয় বিজয় রূপে আপনার দ্বার আপনিই রক্ষা করেন।

যাহা হউক পরস্পর মারামারি, শাপ, শত্রুতাদি ছলমাত্র, তাহা কেবল ভগবানের লীলা খেলা সার। উহা মোহান্ধকারাবৃত মূঢ় জনের দৃষ্টি ও বুদ্ধির ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের পাপ কলুষিত চর্ম্মচক্ষু প্রকৃত বস্তু কিছুই দেখিতে পায় না, অজ্ঞানরূপ ভ্রম মরীচিকায় নিয়ত আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাই আমরা আমাদিগের গন্তব্য সত্যপথ দেখিতে না পাইয়া ভব-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। মঙ্গলময় পরম দয়াল মহাদেব আমাদের উদ্ধার সাধনার্থে রাম নামরূপ নিত্য তরণী ভবার্ণবে স্থাপিত করিয়া নিজে তাহার কাণ্ডারী হইয়াছেন এবং নিয়ত রামচন্দ্রের ভজন গীত গান করিতেছেন।

ভজ রাম রাম রাম নারায়ণ ব্রহ্ম নাম।
মজ রাম নাম প্রেমরসে মন আত্মারাম॥
ভবে পাতকী তারিতে রাম নাম স্বর্ণ তরী।
মরি ধন্য ধন্য রাম নাম হরি হরি হরি॥
এসে আমার আঁধার হৃদে আলো কর রাম।
বিশ্বে বাঞ্ছা কল্পতরু গুরো! তোমারই নাম॥
সুখে চরণে শরণাগত সতত থাকিব।
দুটী অতুল রাতুল পদ হৃদয়ে রাখিব॥
নব-দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম! ভকত বৎসল।
তব চরণকমল মম ভবের সম্বল॥
বলি ও মোর পামর মন অলি নিরন্তর।
সুখে রাম পাদপদ্ম ফুলে মধুপান কর॥
এই রাম নাম সত্য এই রাম নাম সত্য।
ভবে কে জানে এ নাম তত্ত্ব মাহাত্ম্য মহত্ত্ব॥

ফলে রাম নাম বলে মোক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কাম।
দেখ বাল্মীকি ও নাম জপি হন সিদ্ধ কাম ॥
ছিল চোর রত্নাকর হল কাব্য রত্নাকর।
তাই রাম রাম ওরে মন জপ নিরন্তর ॥

রামের পূজা প্রচার ও রাম নাম দিয়া পাতকীগণের উদ্ধার করিবার কারণ মহাদেব দেবপরিমাণের বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া প্রগাঢ় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তখন ভগবান বিষ্ণু, রামরাজা রূপে তাঁহারে দর্শন দিলেন। অপরূপ রামরূপ নিরীক্ষণ করত মহাদেব ভক্তি গদ্গদ চিত্তে ভগবৎ পাদপদ্মে প্রণিপাত করিলে রামও আস্তে ব্যস্তে শিবকে হস্তে ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া তৎপদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং প্রেমাশ্রুপাত পুরঃসর শঙ্করের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন বামদেব রামকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রেম বিহ্বল অন্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার স্তব করুন, এইরূপে পরস্পর উভয়ে উভয়কে পূজা করিলে মহেশ্বর রামকে বলিলেন, হে গুরুদেব! আমি আপনার কৃপার কাঙ্গালী। অতএব হে দয়াময়! দয়া করিয়া এ অধমকে কিছু কৃপাদান করুন, তাহাতে রাম কহিলেন, পঞ্চানন! আমি আপনার নিকট যেরূপ ঋণি আছি, তাহা আমি আমার এই ক্ষুদ্র এক মুখে

কোটী কল্পেও বর্ণনা করিতে পারি না। আমার নাম নিরন্তর জপ করিবার কারণ আপনি পঞ্চ বদন ধারণ করিয়াছেন। আপনার প্রেমের বিষয় বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে। আপনিই সৎ এবং দেবাদিদেব মহাদেব। প্রেমবশে আপনি আত্ম দান করিয়া গৌরীর সহিত একাঙ্গ হইয়া আছেন, প্রেমবশে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, প্রেম-বশে সুধাকরকে শিরোভূষণ করিয়াছেন, আর প্রেমবশে সমুদ্রমন্থনোদ্ভব গরলরাশি পান করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছেন। জগতকে প্রেম করিয়াই আপনি মদন ভস্ম করিয়াছেন। দগ্ধদেহ অনঙ্গ অবস্থায় মদন যখন ত্রিভুবন উন্মাদন করিতেছেন, তখন হে বামদেব! আপনি যদি কামদেবকে ভস্মীভূত না করিতেন, তাহা হইলে কন্দর্পের অত্যাচারে জগৎ ছারখার হইত সন্দেহ নাই। যদি কেহ প্রকৃত প্রেম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনার শরণাপন্ন হউক। হে সর্ব্ব! আপনি সর্ব্বময়, ইচ্ছাময়, আপনিই পরাৎ-পর পরম পুরুষ। আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে সমস্তই সৃষ্টি করিতেছেন। আপনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা। আপনিই উৎকৃষ্ট এবং আপনিই নিকৃষ্ট। আপ-নিই স্বর্গ এবং আপনিই নরক। আপনিই ঊর্দ্ধ এবং আপনিই অধো। সমস্ত বিশ্ব মধ্যে আপনিই

শ্রেষ্ঠ। আদিত্য মধ্যে আপনি সূর্য্যদেব, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, যক্ষ মধ্যে কুবের, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ, পশু মধ্যে সিংহ, নাগ মধ্যে অনন্ত, পক্ষী মধ্যে গরুড়, শাস্ত্র মধ্যে বেদ, মন্ত্র মধ্যে গায়ত্রী, বৃক্ষ মধ্যে বট, তীর্থ মধ্যে গঙ্গা, পুষ্পমধ্যে তুলসী এবং ব্রত মধ্যে একাদশী। আমি আপনার প্রেমাকৃষ্ট হইয়া আত্মহারা হওত আপনাতেই মিলিত হইতেছি, এই বলিয়া রামরূপী হরি শিবদেহে মিলিত হইয়া হরগৌরীর ন্যায় হরিহর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

হর, হরির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে পরমসুখ ও প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু ভক্তবেশে ভক্তিবশে তাঁহার সেবা ও তাঁহার গুণ গান এবং নিরন্তর তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবার কারণ আপন পঞ্চানন মূর্ত্তি স্বতন্ত্র রাখিলেন। এখন পঞ্চানন করযোড়ে রামকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট কিছু বর প্রার্থনা করি, ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহা প্রদান করুন। রামচন্দ্র বলিলেন, হে শম্ভো! আমি আপনাকে যখন আত্মদান করিয়াছি, তখন আপনাকে আমার অদেয় আর কিছুই নাই, আপনি আমার প্রতি যাহা আদেশ করিবেন আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় আমি তাহাই পালন করিব সন্দেহ নাই। অতএব অসঙ্কুচিত চিত্তে দাসের প্রতি আদেশ করুন। শিব বলিলেন, হে মুক্তিদাতা কেশব!

আমি আপনার দাসানুদাসত্ব পদ প্রার্থনা করিতেছি, ভবসাগরে নিমগ্ন মোহান্ধ জীবগণের পরিত্রাণ কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করুন এবং কি উপায়ে সহজে জীব সকল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে, তদ্বিষয় আমাকে সদুপদেশ দান করুন। আর এ সম্বন্ধে আমি যে সমস্ত যুক্তি স্থির করিয়াছি, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক তদ্বিষয় অনুমোদন অথবা তৎপক্ষে সৎপরামর্শ প্রদান করুন।

হরি কহিলেন, ত্রিপুরারে! আপনি সর্ব্বদা জীবের শিব (মঙ্গল) বাঞ্ছা করেন বলিয়াই আপনার নাম শিব হইয়াছে। যাহাহউক আপনি জীব নিস্তারার্থ কি কি সৎযুক্তি স্থির করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করুন, শুনিয়া তদ্বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে।

শিব কহিলেন, ভগবন্! আমি মর্ত্যলোকে কাশীধামে একটী পূরী নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি. জীবের শিবের নিমিত্ত আমি সতত তথায় অবস্থিতি করিব, যে কোন জীব হউক না কেন, সেই কাশীধামে দেহ ত্যাগ করিলে আমি আপনার তারকব্রহ্ম রাম নাম তাহাদের দক্ষিণ কর্ণে প্রদান করিব। আপনার সেই পবিত্র নামের গুণে সর্ব্ব পাপে বিমুক্ত হওত তাহারা যেন গোলোকধামে গমন করে. আপনি এই বিষয়টী অনুমোদন করুন, আর কাশীতে মৃত্যু সময়ে জীবগণ যেন দক্ষিণ কর্ণ

উত্তোলন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, ইহারও সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিউন্। প্রভো! পৃথিবীর ভার হরণ ও দেবকার্য্য সাধন জন্য ত্রেতাযুগে আপনি যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে নিধন করত অযোধ্যা-ধামে রাজত্ব করিবেন, সেই সময়ে আপনার পবিত্র চরিত্র ও গুণগাণ সুললিত ভাষায় গান করিবার কারণ আমার অংশভূত বাল্মীকি মুনি যেন বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, আপনার নামের মহিমা জগতে বিশেষরূপে ঘোষণা করিবার অভি-প্রায়ে প্রথমে আমি অংশরূপে রত্নাকর নামে মহা পাতকী দস্যু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব. পরে কোন মহাপুরুষের উপদেশে রাম নাম জপ করিয়া সিদ্ধ হইব। কৃপা পূর্ব্বক এই বিষয়টীও আপনি অনু-মোদন করুন্।

শিবের এবম্বিধ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ গোচর করিয়া ভগবান্ বাসুদেব অতি হৃষ্টচিত্তে মহাদেবকে পরম সমাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান হইলেন।

শিব আপনার অভীষ্টদেব রামরূপী ভগবান্ হরিকে সহসা অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মণিহারা ফণির ন্যায়, বারিহীন মীনের ন্যায়, বৎস হারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শিব উদ্দেশে এই আকাশবাণী হইল, "হে

মহাদেব! হে আশুতোষ! হে ভোলানাথ! তুমি আর রোদন করিও না, হরিহর সম্মিলিত হইলেও তুমি যখন স্বতন্ত্ররূপে ভক্তি প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছ, তখন তোমার সহিত তোমার ইষ্টদেবের ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছেদ ও ক্ষণে ক্ষণে মিলন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে নিজ মনোরথ সিদ্ধ করণার্থ যত্নবান হও।" এই অশরীরিণী-বাণী আকর্ণন করত বিরূপাক্ষ চক্ষু নিমিলিত করিয়া কিং কর্ত্তব্য বিমুঢ় হইয়া রহিলেন।

অনন্তর শিব দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা মণি-ময় কাশীপূরী নির্ম্মাণ করাইয়া লিঙ্গরূপে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মনুষ্যাদি জীব জন্তু তথায় প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তাহাদের দক্ষিণ কর্ণকুহরে রামনাম প্রদান করিয়া পরিত্রাণ সাধন করেন। হরির আদেশে ভৈরবগণ কাশীবাসী জীব জন্তুগণের প্রাণত্যাগকালে তাহাদিগকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিয়া থাকে, এই নিমিত্তে কাশীতে মৃত্যুকালে কেহই দক্ষিণ কর্ণ চাপিয়া শয়ন করিতে পারে না। এই কাশী মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হইয়া থাকে এবং যুগে যুগে * শিব কর্ত্তৃক এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের সমষ্টিকে যুগ বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় ও বিজয়ের প্রতি শাপ।

ভগবান্ গোলোক-ধামে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজমান করিতেছেন। সত্যযুগের প্রারম্ভে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন জ্ঞানবিজ্ঞ পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় উলঙ্গ এই কুমার চতুষ্টয় ভগবানের দর্শন লালসায় গোলোক-ধামে সমুপস্থিত হইলেন। দ্বারে নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি জয় ও বিজয় নামে দ্বারিদ্বয় অবস্থান করিতেছেন। সেই জয় বিজয় ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষি কুমার চতুষ্টয়কে সামান্য বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, তাহাতে মহৎ মর্য্যাদা লঙ্ঘন জনিত মহাপাপ জয় বিজয়কে আক্রমণ করিল। মহাসিদ্ধ কুমারগণ দ্বারিদ্বয় কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন যে, "মহদ্দ্বেষীজনগণ কখনই গোলোকধামে অবস্থিতি করিবার যোগ্য নহে। অতএব তোমরা অবিলম্বে মহদ্দ্বেষী অসুরকুলে জন্মগ্রহণ কর।" শাপ শুনিয়া জয় বিজয়ের চৈতন্য হইল, তখন

তাঁহারা ক্রন্দন করিতে করিতে কুমার চতুষ্টয়ের পদতলে পতিত হইয়া শাপ বিমোচনের প্রার্থনা করিলেন, তখন প্রশান্ত হৃদয় দয়াময় কুমার চতুষ্টয় জয় বিজয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "আমাদিগের বাক্য কখনই ব্যর্থ হইবে না, তোমরা যদি ভগবানের প্রতি মিত্রভাবে অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর তবে সাত জন্মের পর, আর যদি শত্রুভাবে ভূমিষ্ঠ হও তবে তিন জন্মের পর মুক্তিলাভ করিবে এবং প্রতি জন্মেই ভগবানের হস্তে নিধন হইয়া ভগবানকে দর্শন ও ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিবে।।"

ঋষিশাপে জয় ও বিজয় তৎক্ষণাৎ গোলোক হইতে পতিত হইয়া ভূতলে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহারা প্রথমে কশ্যপ মুনির ঔরসে দিতি গর্ব্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুর্দ্দান্ত দৈত্যদ্বয় হইয়াছিলেন। ভগবান বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষকে এবং নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। পরে তাঁহারাই বিশ্বশ্রবা মুনির ঔরসে রাক্ষসকুলে নিকষার গর্ব্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে উৎপন্ন হয়েন। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বিশ্বশ্রবা মুনি নিকষাকে কহিলেন, তোমার এই পুত্রদ্বয় অতি দুর্দ্দান্ত ও অধার্ম্মিক হইবে। তাহাতে নিকষা মুনিকে কহিলেন, মহর্ষে! তবে আপনি কৃপা প্রকাশে আমাকে একটী ধার্ম্মিক পুত্র প্রদান

করুন, মুনিবর তাহাতে সম্মত হইলে নিকষা পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিলেন, সেই গর্ব্ভে পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন, রাবণের সূর্পণখা নাম্নী এক ভগিনী ছিল।

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ বাল্যলীলা যাপন করণান্তর তিন জনে তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাঁরা অতি দুশ্চর কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা বর প্রদান করিবার কারণ তাঁহাদিগের নিকটে আগমন করিলেন, ব্রহ্মা প্রথমে রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রক্ষোত্তম! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি মনোনীত বর প্রার্থনা কর।" ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া রাবণ অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে তাঁহার নিকট এই বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, "হে ভগবন্! আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে অমর বর প্রদান করুন।" তখন চতুরানন্ কহিলেন, "হে নিকষানন্দন! বিশ্ব মধ্যে অমর কেহই নাই, সকলেরই মৃত্যু আছে। জন্মিলে মরণ এবং মরিলে পর আবার জন্ম, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। অতএব আমি তোমারে প্রকারান্তরে অমর বর দান করিতেছি শুন। নর ও বানর ব্যতীত গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ভূত প্রভৃতি কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। তুমি বরং ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া বশে

রাখিতে পারিবে।" বর শুনিয়া রাবণ হর্ষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! তবে আমি অমরই হইলাম; কেন না, আমাদিগের ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত নর ও বানর হইতে আমার কোনই ভয় নাই।" এই বলিয়া বিধাতা পুরুষকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা বরদানার্থ কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, ব্রহ্মাকে কুম্ভকর্ণের নিকট যাইতে দেখিয়া দেবগণ স্বর্গে এই যুক্তি করিলেন, মহা ভয়ঙ্কর মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিধাতার বর প্রাপ্ত হইলে সংসার ছারখার করিবে সন্দেহ নাই। অতএব এই সময়ে উহার কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতী অধিষ্ঠান করিলে ভাল হয়, এই বলিয়া তাঁহারা সরস্বতীর স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া দুষ্টা সরস্বতী কুম্ভকর্ণের কণ্ঠদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বলিলেন, বৎস! তোমার যথেষ্ট তপস্যা করা হইয়াছে, এক্ষণে শ্রেষ্ঠ বর গ্রহণ কর।" ব্রহ্মার সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভো! যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে কৃপা পূর্ব্বক আমাকে এই বর দান করুন্, যেন আমি চিরকাল কেবল সুখে নিদ্রা যাইতে পারি।' তাহাতে ব্রহ্মা কহিলেন, "তাহাই হইবে, তুমি ক্রমাগত ছয় মাস পর্য্যন্ত নিদ্রাগত

থাকিবে। ছয় ছয় মাসান্তে এক এক দিন মাত্র জাগরিত হইবে, কিন্তু নিয়মিত ছয় মাসের মধ্যে যদি কোন দিন তোমার কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হয় তাহা হইলে সেই দিনই তোমার মৃত্যু হইবে।"

তার পর ব্রহ্মা বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎসে! তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দান করিতে আমি আগমন করিয়াছি, ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর।" তখন বিভীষণ প্রণতি পুরঃসর করপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মণ! আমার যাহাতে ধর্ম্মে মতি হয়, আপনি

দয়া করিয়া আমারে সেই বর প্রদান করুন। বিভী-ষণের ধর্ম্মার্থযুক্ত বিনীত বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে অমর বর প্রদান করিলেন।

বর প্রাপ্ত হইয়া রাবণ লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া কুবেরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং যক্ষ-রাজকে পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহাকে লঙ্কা হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে সেই সোণার লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন।

রাবণ ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। তিনি দশ বদন, বিংশতি নয়ন এবং বিংশতি বাহু বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ও মহাপরাক্রান্ত বীর বলিয়া তাঁহাকে দশাননরূপে বর্ণন করাও অসম্ভব নহে। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সম্বন্ধে কোন কবি লিখিয়া-ছেন যথা,—

"দেবতার ভয় স্থান সতত যে জন।
যার ঘাড়ে দশমাথা বিখ্যাত ভুবন॥
কুড়ি পাটি দন্ত মেলি যখন সে হাসে।
পূর্ণিমার রাতি ভাতি ম্লান হয় ত্রাসে॥
তরুণ অরুণ ন্যায় বিংশতি নয়ন।
ঘুরালে নক্ষত্র খসে কাঁপে ত্রিভুবন॥
চমকে ইন্দ্রের বজ্র ধমকে যাহার।
নিঃশ্বাস প্রলয় ঝড় বয় অনিবার॥

বায়ু নিজে বায়ু যারে করিত বীজন।
চন্দ্রাদিত্য যারে নিত্য করিত পূজন॥
আপনি বরুণ বারি সিঞ্চিত যাহার।
কুসুম কাননে পথে নিকেতনে আর॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তথা অপ্সরের গণ।
যারা তৌর্য্যত্রিকে সদা তোষে যার মন॥"

যাহা হউক সকলকে রাবিত অর্থাৎ পীড়ন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম রাবণ হইয়াছে। এই রাবণ যমকেও শাসন করিয়াছিলেন, একারণ রামায়ণ প্রণেতা কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণের স্থানে স্থানে নিম্নলিখিত ধুয়াটী সংযোজিত করিয়াছেন যথা;—

"শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥"

দশাননের শাসনে শশাঙ্ক দেব নিত্য ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণচন্দ্র রূপে প্রতি বিভাবরীতে উদিত হইতেন। আর সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার বাটীতে নিত্য চণ্ডী পাঠ করিতেন।

রাণী মন্দোদরী রাবণের প্রধান মহিষী ছিলেন বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত তাঁহার আর অনেক রমণী ছিলেন। তিনি দেবকন্যা প্রভৃতি অনেক রমণীকে

বলে হরণ করিয়া আনিয়া আপন অন্তঃপুরে রাখিয়া দেন। রাবণের সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ পুত্র এবং সওয়া লক্ষ নাতি হইয়াছিল। মন্দোদরী গর্ভজাত মেঘনাদ নামক রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ইন্দ্রজিত হয়।

যাহাহউক অসুর মাত্রেই যেমন স্বভাবতঃ শিবভক্ত এবং দেবদ্বেষী ও বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া থাকে, রাবণও তদ্রূপ শিবভক্ত হইয়া দেব দ্বিজ এবং বিষ্ণুদ্বেষী হইলেন। তিনি সভক্তি আরাধনা দ্বারা আশুতোষ শিবকে এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা মহামায়া হরজায়াকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ার্থ গমন করিয়া ভূলোক, স্বর্গলোক এবং নাগলোক প্রায় সমস্তই জয় করিলেন। একদা তিনি সদর্পে দর্পিত এবং জয়োন্মত্ত হইয়া কিস্কিন্ধ্যা নগরাধিপতি বানরেন্দ্র বালি রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন, মহাবীর বালী তাঁহাকে অমনি লেজে বন্ধন পূর্ব্বক সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়াছিলেন। বালির নিকট পরাভব হইয়া রাবণ বিষণ্ণ মনে স্বভবনে প্রত্যাগমন করতঃ কিছুদিনের জন্য দিগ্বিজয় বাসনা পরিত্যাগ করিলেন।

স্বভাবের স্রোত কেহই রুদ্ধ করিতে পারে না। কিছু দিনের জন্যে রাবণ দ্বিগ্বিজয়ার্থ গমনে ক্ষান্ত থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই অনিবার্য্য স্বভাব

পুনরায় তাঁহাকে সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিল। তিনি একদা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হন এবং তথায় শিব পারিষদ নন্দীর বানরের ন্যায় বিকটাকার বদন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে উপহাস করেন। তাহাতে নন্দী মহাশয় ক্রোধান্ধ হওত রাবণকে এই বলিয়া অভিসম্পাৎ করেন যে, "রে মদ দুর্ম্মদ রাক্ষসাধম ! তুই আমার বানরের মত মুখ দেখিয়া নিন্দা করিতেছিস, এই পাপে তুই সবংশে এইরূপ বানর মুখ জীবগণের দ্বারা নিহত হইবি।"

নন্দী শাপে মনস্তাপে রাবণ তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। কোন সময়ে তিনি বেদবতী নাম্নী এক যুবতী বিপ্র কন্যাকে তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিলেন। কন্যার রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তিনি কাম-ভাবে তাঁহার হস্তধারণ করেন, তাহাতে সেই কন্যা আপন সতী তেজে যেন রাবণকে দগ্ধ করিয়া কহি-লেন, "পামর ! তুই আমার পবিত্রদেহ স্পর্শ করিলি, তজ্জন্য আমি তোর সাক্ষাতেই অগ্নি সংযোগে এই দেহ পরিত্যাগ করিব। আমার জন্মান্তরে তুই আমার জন্যই সবংশে নিধন হইবি। আমি নারায়ণকে পতি কামনায় এই নির্জ্জন স্থানে তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলাম, তন্নিমিত্ত আমার জন্মান্তরে সেই নারায়ণই আমার পতি হইবেন।"

এই বলিয়া বেদবতী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে পতিত হওত কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। রাবণ দুঃখিতহইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইলেন।

আর এক দিন রাবণ কুবের পুত্র নলকুবরের পত্নী রম্ভাবতীকে একাকিনী পথিমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব হরণ করিলেন। রম্ভাবতী এই কথা তাঁহার স্বামীর কর্ণ গোচর করিলে,নলকুবর অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হওত রাবণকে এই বলিয়া অভি-সম্পাত করিলেন যে, "এইবার অবধি পাপাত্মা রাবণ বলপূর্ব্বক কোন রমণীর সতীত্ব হরণ করিতে উদ্যত হইলে,তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইবে।" নলকুবরের শাপের পর দুরাচার রাবণ আর কোন সতী নারীর সতীত্ব হরণ করিতে পারে নাই, তথাপি দিগ্বিজয় বাসনা তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তিনি আবার একবার দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলেন এবং নর্ম্মদা নদীর নিকট শিবির স্থাপনা করিয়া রহিলেন। সেই নর্ম্মদা নদীর জলে সহস্র-বাহুধর মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আপন নারীগণ সমভিব্যাহারে জলকেলি করিতেছিলেন। তিনি নিজ সহস্রবাহু দ্বারা সেই নদীর স্রোত রুদ্ধ করাতে জল প্লাবিত হইয়া রাবণের শিবির সিক্ত হইতেছিল। তাহাতে দশানন ক্রুদ্ধ হওত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে

অর্জ্জুন তাহাকে ধৃত করত পিঞ্জর মধ্যে বন্ধ করিলেন। তখন রাবণ তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি সদয় হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বীরাভিমানী দর্পদাম্ভিক রাক্ষসেন্দ্র রাবণ অর্জ্জুন করে পরাস্ত হওত লজ্জানম্র দশ বদনে লঙ্কাধামে প্রত্যাগমন করিলেন। ফলতঃ লঙ্কাধিপতি দশানন দিগ্বিজয়ী মহাবীর ছিলেন, তাঁহার বীরত্ব তেজে দেবগণ সর্ব্বক্ষণ শঙ্কাকুল ও অস্থির থাকিতেন। মহাপরাক্রান্ত অতি দুর্দ্দান্ত রাবণ অত্যন্ত লম্পট স্বভাব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অতিশয় সদয় হৃদয় ও উচ্চমনাও ছিলেন। একদা তিনি যমালয়ে গমন পূর্ব্বক যমের দক্ষিণ দ্বারে পাপীগণের নরক যন্ত্রণা দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং সাধারণ পাপীগণের স্বর্গের পথ পরিষ্কার মানসে মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু একগ্রতা হীনতা ও আলস্য এবং দীর্ঘসুত্রিতা দোষে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

যাহাহউক ব্রহ্মাদি দেবগণ রাবণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন পূর্ব্বক বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান হরি তাঁহাদিগকে অভয়দান করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা আর কোনই চিন্তা করিও না।

আমি নররূপে জগতে অবতীর্ণ হওত রাবণকে নিধন করিব সন্দেহ নাই। ব্রহ্মার বরে রাবণ প্রায় অমর হইয়াছে, কিন্তু নর বানরের হস্তে তাহার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তোমরা সকলে নরলোকে গমন পূর্ব্বক অংশরূপে বানর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। তোমাদিগের সহায়তায় আমি তাহারে সংহার করিব।" এই বলিয়া নারায়ণ দেবগণকে বিদায় করিয়া দিয়া পৃথিবীতে নিজে অবতার হইবার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রামাদির অবতার কথন।

অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে ভগবান ব্রহ্মা জাম্বুবান রূপে ভল্লুক প্রধান হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। আর ইন্দ্র বালি রূপে, সূর্য্য সুগ্রীব রূপে, রুদ্র অংশে পবনদেব হনূমান রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং বিশ্বকর্ম্মা নল বানররূপে এবং ধন্বন্তরী সুষেণ বানর হইয়া জন্মিলেন। আর আর দেবগণের অংশে অসংখ্য বানর জন্মগ্রহণ করিল।

সূর্য্যবংশে ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা ছিলেন, সেই বংশে বিখ্যাত নামা রঘুরাজা জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ সগর, ভগীরথ ও খট্টাঙ্গ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ এবং চন্দ্রবংশীয় রাজা পরীক্ষিত পাপীগণের পরিত্রাণের বিশেষ উপায় সংস্থাপন করত জগতে অতুলনীয় অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা করিয়া গিয়াছেন। ভগীরথ ত্রিলোক তারিণী সুরধুনি গঙ্গাকে মর্ত্ত্য-লোকে আনয়ন পূর্ব্বক কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন

এবং অদ্যাপি এই গঙ্গা জল স্পর্শে মহা মহা পাতকী সকল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া নিজের উদ্ধার সাধন সহকারে পাতকীগণের মুক্তি বিধান করিতেছেন। সেই গঙ্গা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাপী-গণের উদ্ধার সাধনের পরম প্রকৃষ্ট উপায়।

যাহাহউক, সূর্য্যবংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, সরযূ নদীর তীরবর্ত্তী অযোধ্যানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। এই রাজার তিনি প্রধানা মহিষী ছিলেন, তন্মধ্যে কৌশল্যা রাণীই সর্ব্ব প্রধানা। কিন্তু মহারাজ দশরথ কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা নাম্নী মহিষী-দ্বয়ের রূপ লাবণ্য ও নবযৌবন দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহবাস ভাল বাসিতেন, বিশেষতঃ কৈকেয়ীকে তিনি যেন প্রাণের সমান দেখিতেন। কোন সময়ে দশরথ শম্বর অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত কলেবর হইয়াছিলেন, কৈকেয়ী সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহারে আরোগ্য করায়, রাজা তৎপ্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী কুব্জা এক সখী ছিল, "রাজার নিকট কি বর প্রার্থনা করিব" এই কথা কৈকেয়ী কুব্জাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কুব্জার পরা-মর্শে কৈকেয়ী রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ!

আবশ্যকমতে আমি আপনার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিব।" আর একবার দশরথ পৃষ্ঠব্রণ পীড়ায় পীড়িত হইলে সেবারেও কৈকেয়ী বিশেষ সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ পুনরায় কৈকেয়ীকে বরদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, কুব্জার উপদেশ মতে কৈকেয়ী সেবারেও দশরথকে কহিলেন, "মহারাজ! আমার আবশ্যক হইলে আমি আপনার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিব।

রাজা দশরথ অপুত্রক এবং একান্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। তিনি নিজে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়া মন্ত্রীগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক সতত স্ত্রীগণ লইয়া অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেন, তাহাতে শনির দৃষ্টিতে তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজাগণের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তাহাতে প্রজাগণ তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রাজার রাজ্যে গিয়া বাস করিতে উদ্যত হইলে, মহারাজ দশরথ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করত শনি দমনার্থে শর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে শনিলোকে গমন করিলেন। কিন্তু যেই মাত্র শনৈশ্চর নৃপবরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তিনি রথ সহ ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্যপথ হইতে ভূতলে পতিত

হইতে লাগিলেন। সেই সময় তথায় জটায়ুপক্ষী উপস্থিত না থাকিলে, দশরথ রথ সহ ভূপৃষ্ঠে পতিত হওত চূর্ণীকৃত হইতেন। দশরথকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া জটায়ুপক্ষী আপনার পক্ষপুট বিস্তার পূর্ব্বক রথ সহ তাঁহাকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইল। পক্ষী দ্বারা প্রাণ রক্ষা হইল বলিয়া দশরথ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিলেন।

রাজা দশরথ শব্দভেদী শর সন্ধান জানিতেন, অর্থাৎ যে কোনদিকে ইউক যে কোন জীবের শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইত, তিনি সেই শব্দ মাত্র লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতি শর সন্ধান করিলে সেই জীবকে সংহার করিতে পারিতেন।

একদা তিনি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে কোন জলাশয়ের জলের শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি মনে করিলেন, কোন হরিণ জলপান করিবার আশয়ে জলাশয়ে আসিয়াছে; তাহাতে সেই শব্দ অনুসারে তিনি বাণ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু দশরথ নিক্ষিপ্ত সেই শর কোন মুনি কুমারের বক্ষঃ-স্থল বিদীর্ণ করিল। শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া অকৃতাপরাধ মুনি কুমার 'হা হতোস্মি' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। হরিণ শিকার করিলাম

মনে করিয়া রাজা দশরথ হৃষ্টচিত্তে জলাশয় তটে গমন করিলেন কিন্তু দেখিলেন, তন্নিক্ষিপ্ত বাণ এক মুনি-কুমারের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঋষি বালক ভূমিতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেছেন। দশরথকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, মহারাজ! বিনা দোষে ব্রাহ্মণ বালককে কেন হত্যা করিলেন? আপনি কেবল একাকী আমাকে হত্যা করিলেন না। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্ধ বৃদ্ধ মাতা পিতাকেও হত্যা করিলেন! আমি তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। আমা বিনা কে আর তাঁহাদিকে অন্ন পানীয় প্রদান করিবে? আমি তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্ব। আমার অভাবে তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন! তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত আছেন, তাঁহাদের পানের নিমিত্তে আমি জল লইতে আসিয়াছি। আমি জল লইয়া গেলে পর তাঁহারা পান করিবেন। আমার বিলম্ব দেখিয়া তাঁহারা আমার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, অথবা আমার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছেন। রে নৃপাধম! তুমি যদি আপন মঙ্গল কামনা কর, তবে ত্বরায় জল লইয়া আমার তৃষ্ণার্ত্ত অথচ অন্ধ ও বৃদ্ধ পিতা মাতার নিকট গমন কর এবং তাঁহাদিগকে জলপান করাইয়া সান্ত্বনা কর। রাজা দশরথ এই ঘোরতর কুকার্য্য

করিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন এবং ব্যাকুল হৃদয়ে সভয় চিত্তে অন্ধ মুনি দম্পতীর নিকট গমন করিলেন।

দশরথের পদ শব্দ শ্রবণে পুত্র আসিতেছে মনে করিয়া মুনি আস্তে ব্যস্তে কহিলেন, আইস বৎস! কি নিমিত্ত তোমার এত বিলম্ব হইল? তোমার বিলম্ব প্রযুক্ত আমরা অত্যন্ত ভাবিত ও সন্তাপিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে নিকটে আইস, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তাপিত প্রাণ সুশীতল করি। পুত্র! তুমি আমাদের অন্ধের নয়ন এবং দরিদ্রের ধন, তোমা বিহনে আমরা ক্ষণকালের জন্য প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, এই বলিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিবার আশয়ে মুনিবর আপন হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলেন। হৃদয় বিদারক শোক সূচক এই দৃশ্য দর্শন করিয়া, দশরথ মর্ম্মাহত হইলেন এবং কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমি আপনার পুত্র নহি, আমি পাপাধম দশরথ! মৎকর্ত্তৃক আপনার প্রাণোপম প্রিয়তম পুত্র নিহত হইয়াছেন, এই বলিয়া দশরথ রোদন করিতে করিতে ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে অন্ধ মুনিকে সবিশেষ নিবে-নিবেদন করিলেন। দশরথ মুখ নির্গত নির্ঘাত বজ্র-পাত সদৃশ বাক্য হঠাৎ শ্রবণ মাত্র মুনি দম্পতী মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, হায় কি হইল! আমাদের

প্রাণের পুত্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেল, বৎস! তোমার মধুমাখা বাক্য এ জন্মের মত আর শুনিতে পাইব না, এই বলিয়া তাঁহারা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তখন দশরথ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্তি হইলে অন্ধ মুনি দশরথকে কহিলেন, রাজন্! এ বিষয়ে তোমাকে দোষ দেওয়া বৃথা। সকলই আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ। যাহা হউক আমরা এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করিব বটে, কিন্তু মহারাজ! আমাদের ন্যায় তুমিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করিবে। মুনি প্রদত্ত এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ গোচর করিয়া দশরথ হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, মহাত্মন্! সাধুগণের আচরণ অতি বিচিত্র! নরলোকের তাহা কোন ক্রমেই বোধ গম্য নহে। আমি আপনার পুত্র হত্যা করিলাম, সেই পুত্র শোকে আপনারাও প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তথাপি আপনি এ নরাধমকে শাপ না দিয়া পুত্রবর প্রদান করিলেন। কেন না হে দয়ার সাগর মুনিবর! আমি অপুত্রক, পুত্রশোকে বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রাণ ত্যাগ আমার পক্ষে শাপ নহে, তাহা পুত্র বর। মুনিবর! আমি আপনাদের পুত্র হত্যা করিয়া যেরূপ মহাপাপ করিয়াছি, তাহাতে আমার শত সহস্র পুত্র শোক হইলেও সে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না। দারুণ

কুম্ভীপাক ও মহা রৌরবাদি নরক যন্ত্রণা ভোগেও আমার নিষ্কৃতি নাই। এই বলিয়া দশরথ নীরব হইলেন এবং অন্ধ মুনি দম্পতীও প্রাণ ত্যাগ করিয়া মৃত পুত্র সহ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ মুনি দম্পতী এবং মুনি কুমারের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বিষাদ সমন্বিত হরষিত চিত্তে নিজ রাজধানী অযোধ্যা-ধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিব অংশে রত্নাকরের জন্ম।

রাম নামে মহা মহা পাতকীগণ কেবল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা নহে, রাম নামের গুণে পাপীরা আবার অতি সাধু এবং মহৎলোকও হইয়া থাকেন, ইহা জগতকে জানাইবার এবং শিক্ষা দিবার কারণ বিশেষতঃ নিরন্তর রাম গুণ গান ও রামলীলা বর্ণনা করণ জন্য ভগবান শঙ্কর নিজ অংশে কোন বিপ্রবংশে বসুধাতলে জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং রত্নাকর নামে বিখ্যাত হইলেন। যৌবনকালে রত্নাকর দারপরিগ্রহ করিয়া এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি অতি নির্দ্ধন ছিলেন, তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় না থাকায় তিনি নিজের এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতার এবং তাঁহার পুত্র কন্যা ও সহধর্ম্মিণীর ভরণ পোষণের জন্যে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। ভাগ্য ফলে একদিন নারদ মুনি সেই পথে গমন করিলেন; সে দিন রত্নাকর কাহারও নিকট হইতে একটী পয়সাও অপহরণ করিতে পারে নাই, কারণ দস্যু ভয়ে সে দিন সেই পথ দিয়া

কেহই গমন করে নাই। দিবা দুই প্রহর অতীত হইল, রত্নাকর নিজে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইলেন, গৃহে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রাদি অন্নাভাবে অবসন্ন হইলেন। রত্নাকর দশ দিক অন্ধকার এবং ত্রিভুবন শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর তিনি আপনাপনি নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময় দূর হইতে দেবর্ষি নারদ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ আমি ইতিপূর্ব্বে এই বুঝিয়াছিলাম যে, বিধাতা পুরুষ বুঝি অদ্য আমাদিগের অন্ন মাপান নাই, কিন্তু ঐ মনুষ্যটীকে সহসা এই পথে আসিতে দেখিয়া এখন বোধ হইতেছে যে, বিধাতা আজ আমাদিগের কপালে অন্ন মাপাইয়াছেন; নতুবা উক্ত মনুষ্য কখনই এই পথে আসিত না। যাহাহউক ঐ ব্যক্তি নিকটে আইলেই উহাকে নিহত করত উহার নিকট হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইব, তদ্দ্বারা আমি সপরিবারে অন্ততঃ অদ্যকার নিমিত্তেও দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। রত্নাকর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীবেশী নারদ ঋষি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাতে দস্যু রত্নাকর হৃষ্টান্তঃকরণে লগুড় স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করিলেন। তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,

হে রত্নাকর! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইতেছ? তাহাতে রত্নাকর বলিলেন, আমি দস্যু, দস্যুবৃত্তিই আমার জীবিকা অতএব তোমাকে মারিয়া যে ধন পাইব, তদ্দ্বারা আমরা অদ্য অন্নপানীয় ক্রয় করিয়া ভোজন করিব। নারদ কহিলেন, আমার নিকটত কোনই ধন নাই এমন কি আমার পরিধানে একখানি ভাল বস্ত্র পর্য্যন্তও নাই আমার কেবল জীর্ণ কৌপীন ও একখানি বাঘ ছাল মাত্র আছে এই বাঘ ছাল লইয়া তোমার কি সুসার হইবে? বিশেষতঃ আমি সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসী মারিলে তোমার রাশি রাশি পাতক সঞ্চয় হইবে। তুমি এ পাপ-সাগর হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা কি একবারও মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখ না!

নারদকে দর্শন মাত্রেই রত্নাকর পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহার অমৃতময় ধর্ম্ম সঙ্গত বাক্য শ্রবণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করত নারদকে ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আমি কেবল নিজের উদর পোষণার্থ এই ঘোরতর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা স্ত্রী কন্যা এবং শিশু পুত্রের প্রতিপালনের নিমিত্তে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব এই ষোলআনা পাপই কি

পাপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি. দয়া করিয়া আমাকে এই উপদেশ দান করুন। হে বাঞ্ছাকল্প-তরু জ্ঞানগুরো! আপনি যে জগদ্‌গুরু, তাহা আমি জানিতে বা চিনিতে না পারিয়া আপনাকে প্রহার করিতে আমার এই পাপময় ক্ষুদ্র হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, তজ্জন্য মনস্তাপ সহিত বিশেষ অনুতাপ করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ সকল মার্জ্জনা করুন।

রত্নাকরের স্তবে নারদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, বৎস! তুমি ঐ সরোবর হইতে স্নান করিয়া আইস, আজ আমি তোমাকে তারকব্রহ্ম রাম নাম প্রদান করিব। দেবর্ষির আদেশানুসারে রত্নাকর স্নানান্তর শুচি হইয়া মুনি সন্নিধানে উপস্থিত হইলে. মুনিবর তাঁহাকে রামমন্ত্র দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, হে রত্নাকর! তুমি নিরন্তর এই মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যাহাহউক বৎস! কৈলাসাধিপতি ভগবান ভবানী-পতি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি সাক্ষাৎ শিব, শিব অংশ; ধরাধামে রাম গুণ গান প্রচার করিবার কারণ তোমার অবতার হই-য়াছে। রাম নামের মাহাত্ম্য তোমা হইতেই প্রকাশ পাইবে বলিয়া প্রথমে তুমি অতি উৎকট পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, কিন্তু সেই পাপরাশি

পর্ব্বত প্রমাণ হইলেও রামনামানলে তাহা তৃণ-রাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তুমি এক্ষণে সতত রাম নাম জপ কর, কিছুকাল পরে ভগবান শঙ্কর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই বলিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন, রত্নাকরও কোন এক নির্জ্জন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক নিরন্তর রাম নাম জপ করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা পরিহার পুরঃসর বহুকাল পর্য্যন্ত অনবরত একস্থানে বসিয়া রাম নাম জপরূপ তপোনুষ্ঠান করায় রত্নাকরের শরীরে বল্মীক উদ্ভব হইল, তদবধি তিনি বাল্মীকি নামে বিখ্যাত মুনি হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিব ও বাল্মীকির কথোপকথন।

অনন্তর বৃষভারুঢ় ভগবান চন্দ্রচূড় বাল্মীকি মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। পঞ্চবদনে নিরন্তর রামগুণ গানকারী পঞ্চানন শিবকে দর্শন করিয়া বাল্মীকি অত্যন্ত বিস্মিত হওত তাঁহার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন, এবং ভক্তি গদগদ চিত্তে প্রেমাশ্রুপাত পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন পরম বৈষ্ণব মহাদেব প্রণত বাল্মীকি মুনিকে দৃঢ় আলিঙ্গন করত কহিলেন, ঋষে! আপনি আপনাকেই প্রণাম এবং আপনারই স্তব করিলেন, কেন না আপনাতে এবং আমাতে অভেদ আত্মা। আপনি স্বয়ং শিব এবং শিব অংশেই মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামগুণ গান এবং রামলীলা বর্ণন করিবার উদ্দেশেই আপনি আমার অংশে বাল্মীকিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ফল কথা এই আমিই নিজে বাল্মীকি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

রাম নামে যে মহা মহা পাপ সকল প্রণষ্ট হইয়া থাকে এবং মহাপাতকীও যে, রাম নাম জপ

আমার স্কন্ধে পতিত হইবে? আমার পিতা মাতা ও পুত্র কলত্রাদি কি ইহার অংশী হইবেন না? নারদ কহিলেন, তুমি তোমার পুত্র কলত্র এবং জনক জননীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহারা তোমার এই পাপের অংশী হইবে কি না? নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া রত্নাকর অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতা মাতা এবং পুত্র কলত্রাদির নিকট গমন করিলেন এবং প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আমি যে নিত্য নিত্য মনুষ্যাদি হত্যা করিয়া অর্থ আনয়ন পূর্ব্বক আপনাকে ভরণ পোষণ করি, আপনি সেই পাপের অংশীদার কি না? তাহাতে রত্নাকরের পিতা রত্নাকরকে কহিলেন, বৎস! তোমার বাল্যকালে আমি তোমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছি, এখন তুমি যুবা, আর আমি বৃদ্ধ, আমার এ বার্দ্ধক্যকালে আমাকে ভরণ পোষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি অধর্ম্ম পথে অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক আমাকে প্রতিপালন করিবে, এমন কথা কিছু আমি তোমাকে বলিয়া দিই নাই, অতএব তোমার পাপের ভাগী আমি হইতে পারি না।

রত্নাকর পিতৃ বাক্যে দুঃখিত হইয়া মাতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং মাতাকেও কহিলেন, মাতঃ! তোমাদিগের ভরণ পোষণার্থে আমি নরহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহা মহা পাপ সকল

করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করি,আপনি তাহার অংশী হইবেন কি না? তাহাতে রত্নাকরের মাতা বলিলেন, বাপু! বৃদ্ধ মাতার সেবন এবং তাঁহার ভরণ পোষণ করা উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য। তুমি সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক আমাকে প্রতিপালন করিবে আমি এই মাত্র জানি। তুমি এখন আমাদিগের বা তোমার নিজের উদর পূরণার্থে অর্থ সংগ্রহ জন্য পাপ কর্ম্ম করিবে, আমি সে পাপের অংশী হইব কেন? মাতার এই বাক্যে মর্ম্মাহিত হওত রত্নাকর আপনার সহধর্ম্মিনীর সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমাদিগের প্রতি-পালন জন্য আমি দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি পাপকার্য্য দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করি, তুমি আমার সেই পাপের ভাগী হইবে কি না? এই কথা শুনিয়া রত্নাকর-রমণী বলিলেন, নাথ! আমি আপনার সহধর্ম্মিণী এবং অর্দ্ধাঙ্গী; আপনার সহ সম্মিলিত হইয়া আমারা যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব, আমি ধর্ম্মতঃ তাহার অংশী হইতে পারি বটে, কিন্তু আপনার পাপের অংশীদার নহি। পত্নীকে রক্ষা ও প্রতিপালন করা পতির অতীব কর্ত্তব্য; তা বলিয়া তিনি অধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলে অঙ্গনা কখনই সে পাপের অংশী হইতে পারে না।

তার পর রত্নাকর আপন পুত্র কন্যাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের প্রতিপালনের জন্যে অর্থ উপার্জ্জন করণাশয়ে নরহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাপানুষ্ঠান করি, তোমরা আমার সেই পাপের অংশীদার কি না? তাহাতে তাহার পুত্র কন্যা উত্তর করিল, পিতঃ! আপনি আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, অতএব আমরা যে পর্য্যন্ত শিশু অর্থাৎ অক্ষম থাকি, সে পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে আমাদিগকে ভরণ পোষণ করা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা না করিলে আপনাকে অধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে, আপনি আমাদিগের প্রতিপালনার্থে পাপকার্য্য করিলে আমরা কোনমতেই সে পাপের দায়ী বা অংশী নহি।

পিতা মাতা পুত্র কন্যা এবং বনিতা রত্নাকরের পাপের অংশী হইতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং তিনি যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছেন, তৎ সমস্তই সেই সময় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল, তখন তিনি কম্পান্বিত কলেবরে ক্রন্দন করিতে করিতে দেবর্ষি নারদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং মুনির চরণে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কৃপা পূর্ব্বক এ মহা পাতকীকে রক্ষা করুন। আর যাহাতে আমি এই ভয়ানক

করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত সিদ্ধ পুরুষ হইতে পারেন, তাহা জগতকে জানাইবার জন্য প্রথমে আমি উৎকট পাপকার্য্যে রত হইয়াছিলাম। আমি যে রত্নাকর রূপে মহাপাপ করিয়া দেবর্ষি নারদকে গুরু রূপে প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রদত্ত রামনাম মহামন্ত্র জপ করতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, তাহা আমার সুকৃতির ফল সন্দেহ নাই। হে বাল্মীকে! সদ্‌গুরুলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। একারণ জন মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সদ্‌গুরু লাভার্থে যত্ন করেন। কেন না, যোগ্যপাত্র না হইলে অথবা সুকৃতি কিম্বা সাধন ফল না থাকিলে, কেহই জগতে বার বার যাতায়াত অর্থাৎ জন্ম মরণ রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিলেও সদ্‌গুরুর দর্শনলাভ করিতে পারে না। হে ঋষে! সুধাতীত রামনাম আমি পঞ্চমুখে জপ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না. মধুময় রামনাম যতই জপ ও যতই গান করা যায়, ততই আনন্দরসে ও প্রেমরসে আপ্লুত হইতে হয়। পাপনাশক ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক রামনাম জপ, রামগুণ গান ও রামলীলা বর্ণন করিবার কারণ আমার অংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, অতএব তুমি সেই রামলীলা বর্ণন কর।

ভগবানের গোলোকধামের দ্বারিদ্বয় ব্রহ্মশাপে রাক্ষসকুলে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া

দেবতা ও দ্বিজগণের প্রতি বড়ই অত্যাচার করি-তেছে। সেই রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে নিধন পূর্ব্বক দেবগণকে রক্ষা করিবার কারণ স্বয়ং ভগবান হরি চারি অংশে অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের গৃহে রাম,লক্ষ্মণ,ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি সেই রামের পবিত্র চরিত্র বর্ণন পূর্ব্বক জগতের উদ্ধার সাধন কর।

মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে বাল্মীকি মুনির প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে শিব, সম্মুখে শিব ও জগৎকে শিবময় দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যেন বর্ত্তমানের ন্যায় বিদ্যমান দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর আশুতোষ অন্তর্হিত হইলেন, তখন মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করিবার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তথায় এক নিষাদ উপস্থিত হইয়া বাণাঘাতে কাম মোহিত এক ক্রৌঞ্চমিথুনকে সংহার করিল। এই শোকাবহ ব্যাপার অব-লোকন পূর্ব্বক মুনিবর অতিশয় ব্যথিত চিত্ত হই-লেন। শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিষাদ কৃত উক্ত দুষ্কার্য্যজনিত বিষাদময়ী এক শ্লোক বাণী উচ্চারিত হইল। শোকাবেগে উহা কণ্ঠনিঃসৃত হইল বলিয়া তাহা শ্লোকনামে প্রথিত হইয়াছে। সেই শ্লোকটী এই ;—

"মানিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং শারদি শাশ্বতি সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধি কামমোহিতম্।।"

এই শ্লোকটী রামায়ণ রচনার ভিত্তি মূল হইল। মহর্ষি বাল্মীকি ইহার পূর্ব্বে আর কোন শ্লোক রচনা করেন নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বাল্মীকি পূর্ব্বে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন। সুতরাং তিনি মহা মূর্খ এবং বর্ণবোধ ও কাণ্ড জ্ঞান বিহীন ছিলেন। লেখা পড়া না জানিয়া কিরূপে তিনি অতি সুললিত শ্লোক ছন্দে পরমোৎকৃষ্ট সপ্তকাণ্ড সুমধুর রামায়ণ রচনা করিলেন ? এ কথা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এ বিষয়ে কাহারও২ মনে অত্যন্ত সংশয় ও বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বিশ্বাসী জনগণের মনে অনুমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় না ; কেন না অনন্তজীবি জ্ঞানময় সাক্ষাৎ শিব, সর্ব্বদর্শী জাতিস্মর মহাত্মার পক্ষে লেখাপড়া শিক্ষার অপেক্ষা নাই ; তিনি বারম্বার অবতার বা জন্ম-গ্রহণ করিলেও পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহার মন হইতে কখ-নই বিলয় প্রাপ্ত হয় না।

যাহাহউক মহর্ষি বাল্মীকি আপন অসীম স্মৃতি রূপ ভিত্তির উপরে রামায়ণ রূপ মনোমুগ্ধকর এবং পাপীগণের পরিত্রাণের নিলয় স্বরূপ মহাপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে অরাম্ভ করিলেন। তান লয় সমন্বিত

গীত ছন্দে সপ্তকাণ্ডাত্মক মধুর রামায়ণ রচনা করিয়া তিনি আপন শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে লব ও কুশ নামক বালকদ্বয় প্রথমে তাহা অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের নিকট গান করেন। জানকীনাথ রাম, রামায়ণ মধ্যে আপনার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রামায়ণারম্ভ।

দশরথ অপত্যাভাবে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন, কিন্তু অন্ধ মুনির শাপ রূপ পুত্রবর প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পুত্রবান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের পরামর্শে পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করিলেন এবং সেই যজ্ঞ হইতে দুইটী চরু প্রাপ্ত হইলেন। চরুদ্বয় লইয়া রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী চরু প্রধানা মহিষী কৌশল্যাকে এবং আর একটি চরু প্রিয়তমা ভার্য্যা কৈকেয়ীকে ভক্ষণ করিতে দিলেন এবং মহিষীদ্বয়কে বলিয়া দিলেন, যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন এই চরু তোমরা ভক্ষণ কর, অচিরে তোমাদের পুত্র লাভ হইবে। এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন, সুমিত্রা নাম্নী তাঁহার অন্যা মহিষীর বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না, কিন্তু সুমিত্রা সুচতুরা এবং অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি কৌশল্যার নিকট আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দিদি! তুমি পুত্রবতী হইয়া

রাজমাতা হইবে, আর তোমার সখী হইয়া আমি কি চির আটকুড়ী হইয়া থাকিব ? রাজ্ঞি ! তুমি আমাকে অর্দ্ধ চরু প্রদান কর, তাহা ভক্ষণ করিলে আমার যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই পুত্রটী তোমার পুত্রের চির অনুচর এবং আজ্ঞাবহ দাস হইয়া থাকিবে। সুমিত্রার কথা শুনিয়া কৌশল্যা-দেবী প্রহৃষ্টমনে তাঁহাকে অর্দ্ধ চরু প্রদান করিলেন এবং অর্দ্ধ আপনি ভক্ষণ করিলেন।

কৌশল্যা সুমিত্রাকে অর্দ্ধ চরু প্রদান করিয়াছেন, সেই চরু ভক্ষণে সুমিত্রার গর্ব্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেন, তিনি কৌশল্যার ভাবী পুত্রের চির সহচর এবং আজ্ঞাবহ দাস হইবেন, কৈকেয়ী এই কথা শুনিয়া সুমিত্রার নিকট গমন করিলেন এবং চরুর অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, সুমিত্রে ! তুমি এই চরু ভক্ষণ কর, এই চরু ভক্ষণে তোমার যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্রটী আমার পুত্রের অনুচর এবং দাস হইবে। সুমিত্রা কৈকেয়ীর এই কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চরু গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলেন। আর কৈকেয়ীও অর্দ্ধ চরু ভক্ষণ করিলেন।

চরু ভক্ষণ করিয়া মহিষীত্রয় গর্ভধারণ করিলেন। গর্ভকাল দশ মাস পূর্ণ হইয়া গেলে পর সর্ব্ব প্রথমে কৌশল্যদেবী নব-দুর্ব্বাদল-শ্যামরূপ অপরূপ এক পুত্র প্রসব করেন। তার পর কৈকেয়ী

শ্যামসুন্দর এবং সুমিত্রা বিদ্যুৎবরণ আনন্দ বর্দ্ধন যমক নন্দন প্রসব করিলেন। একেবারে রাজা দশরথের চারি পুত্র উৎপন্ন হইল বলিয়া রাজ্য-মধ্যে মহা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। গন্ধর্ব্বগণ গান বাদ্য ও অপ্সরা সমূহ নৃত্য আরম্ভ করিল। রাজা ব্রাহ্মণগণকে এবং দীন দুঃখিদিগকে ভোজ্য ও ধন দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ মহিষীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি শ্রেষ্ঠদিগের আদেশে যথাবিধি পুত্রগণের নামকরণ করিলেন। কৌশল্যা নন্দন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এবং পরম শ্রেষ্ঠ; তিনি সকলের আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া সেই আত্মারামের নাম রাম হইল। কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হইল। পুত্রগণ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রামের অনুচর এবং শত্রুঘ্ন ভরতের সহচর হইলেন। রাজার নিয়োগে উৎকৃষ্ট শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের দ্বারায় কুমার চতুষ্টয় বেদ বেদাঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ ও ধনু-র্ব্বেদাদি বিবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমশ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন।

বৃদ্ধকালে রাজা দশরথ চারিটী পুত্র রত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা চক্ষের উপর রক্ষা করিতেন, তাঁহা-

দিগের দর্শন সুখ তিনি স্বর্গ সুখাপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এইরূপে মহারাজ দশরথ পুত্র চতুষ্টয়কে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে একদা বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। মুনির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক দশরথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে বাহিরে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পদতলে প্রণিপাত করিলেন এবং সস্থানে বসিতে আসন প্রদান করিয়া মুনিবরকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ রামচন্দ্র পরম ধীর এবং যুদ্ধবীর, তিনি অতি দয়ালু, নিতান্ত ধার্ম্মিক, তাঁহার ন্যায় দেব দ্বিজে ভক্তিমান যুবা পুরুষ অতি বিরল। এই রামচন্দ্রকে আপনি কিছু দিনের জন্য আমার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করুন। আমি ইহাঁকে বন প্রদেশে লইয়া যাইব, বনমধ্যে মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে নিশাচর সকল সর্ব্বদাই যজ্ঞ নষ্ট করিয়া থাকে, অতএব এই রাম রাক্ষসগণকে দমন পূর্ব্বক মুনিগণের যজ্ঞ রক্ষা করিবেন।

বিশ্বামিত্রের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিবর্ণ ও হতজ্ঞান হইলেন। তাঁহার কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইতে লাগিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি

বিনয় পূর্ব্বক মুনিকে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। রাম আমার বালক সে যুদ্ধের কিছুই জানে না, অতএব ভয়াবহ নিশাচরদিগের সম্মুখে তাহাকে লইয়া যাওয়া ভবাদৃশ মহৎব্যক্তির কখনই উচিত নহে। আমি বরং স্বয়ং আপনার সহিত গমন পূর্ব্বক রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করত মুনিগণের যজ্ঞ রক্ষা করিব। হে পরমর্ষে! দয়া করিয়া আজ্ঞা করুন, শর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আমি আপনার সহিত গমন করি। দশরথের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্! আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না, রামকে আমার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করুন। তিনি অতি বিক্রমশালী মহাবীর, তিনি অনায়াসে রাক্ষসগণকে নিধন করত যজ্ঞ রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই। তখন দশরথ পুনর্ব্বার কাতর ভাবে কহিতে লাগিলেন, মুনিরাজ! রাম আমার জীবন সর্ব্বস্ব এবং নয়নের তারা। আমি রামকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া ক্ষণকালের জন্যও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, রাম হারা হইলে আমি নিশ্চয়ই মারা পড়িব। অন্ধ মুনির শাপ কি অদ্যই আমার প্রতি ফলিল? এই বলিয়া রাজা বিষণ্ন মনে অধোবদনে নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার এই প্রকার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধাশক্ত হইলেন। তাঁহার ওষ্ঠাধর ও কলেবর কম্পিত

হইতে লাগিল, শরীর হইতে স্বেদ জল ও নেত্র হইতে যেন অগ্নি-শিখা নির্গত হইল। তিনি ক্রোধভরে দশরথকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, দশরথ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, হে সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী কোপন-স্বভাব মুনিরাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন এবং আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমার বালক রাম এই স্থানে উপস্থিত আছেন, আপনি ইহাঁকে লইয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন, আপনার অভিলাষ সিদ্ধ হউক, আমি না হয় অন্ধমুনির শাপে এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ করি! দশরথের এই করুণোক্তি শ্রবণ করত বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইলেন এবং ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি এই রামকে পুত্র রূপে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছেন বটে, কিন্তু ইনি কাহারও পুত্র নহেন, ইনি গোলোক-বিহারী হরি। দেব কার্য্য সাধন এবং অসুরগণের বিনাশ বাসনায় চারি অংশে আপনার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি সেই অসুর বিনাশ বাসনায় রাম কামনায় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। অতএব আপনি নিরুদ্বেগে রামকে আমার করে সমর্পণ করুন। রামরূপী জনার্দ্দনের অনিষ্টাশঙ্কা আপনি কখনই করিবেন না।

বিশ্বামিত্রের বাক্যে দশরথ তাঁহার নিকটে

রামকে সমর্পণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, মুনিবর! আপনি রামের সহিত আমার প্রাণ মন লইয়া চলিলেন, এখন এখানে আমার দেহমাত্র পতিত রহিল, আপনি রামকে আমার নিকটে প্রত্যর্পণ করিতে অধিক দিন অতীত করিলে নিশ্চিতই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। অধিক আর কি বলিব, আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। তখন বিশ্বামিত্র দশরথকে কহিলেন, রাজন! আপনি কিছুমাত্র ভাবিত হইবেন না, আমি অচিরে রামচন্দ্রকে আপনার করে প্রত্যর্পণ করিব। এই বলিয়া মুনিরাজ রামকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভীষণ বন প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন। রামের চির অনুচর লক্ষ্মণ ও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দুর গমনের পর বিশ্বামিত্র আপন আশ্রম হইতে ধনুর্ব্বাণ সকল লইয়া তাহা মন্ত্রের সহিত রামকে প্রদান করিলেন। তদবধি রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিগণ যে স্থানে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে লইয়া সেই স্থলে গমন করিতে লাগিলেন। পথি মধ্যে মুনিবর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, ঋষিগণ যে স্থানে যজ্ঞ করিতেছেন, সোজা পথ দিয়া গমন করিলে এখান হইতে তাহা নিকট হয় বটে, কিন্তু সোজা পথ

দিয়া গেলে পথে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটিবে, এ জন্য আমরা অন্য পথ দিয়া গমন করিব, তাহা হইলে অভীষ্ট প্রদেশে পৌছিতে কিছুকাল বিলম্ব হইবে। তখন রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, গুরুদেব! আপনি আমাদিগের সহায় এবং আপনি স্বয়ং আমাদিগের সঙ্গে আছেন, তবে আবার বিঘ্ন কিরূপে হইবে? তাহাতে বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাম! এই বনে তাড়কা নাম্নী মহা-ভয়ঙ্করী এক নিশাচরী আছে। এই বন দিয়া গমন করিলে সে অবশ্যই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহার ভয়ে আমা প্রভৃতি মুনিগণ নিয়ত সশঙ্কিত আছেন। অতএব অল্প পথ বলিয়া কিঞ্চিৎ সুবিধা সত্বে বিপদ সম্ভাবনায় এই পথ দিয়া গমন করা কখনই উচিত নহে। চল আমরা কিছু ঘুরিয়া অন্য পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করি। তখন রাম বলিলেন, প্রভো! রাক্ষসগণকে দমন পূর্ব্বক ঋষিবৃন্দের যজ্ঞ সংরক্ষণার্থে আপনি আমাদিগকে আনয়ন করিলেন। এখন যদি আমরা তাড়কার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি, তবে কি প্রকারে নিশাচরগণকে দমন ও যজ্ঞ সংরক্ষণ করিব? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার কৃপায় আমি তৃণের ন্যায় তাড়কারে সংহার করিব সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাম তাড়কার-বন দিয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র রামের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমা হইতেই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল এবং দেবগণ ও ঋষিগণ ভয় শূন্য হইবেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র তাড়কার বন দিয়া যজ্ঞ স্থলে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে ঘোর দর্শন তাড়কা রাক্ষসী ভয়ঙ্করী বেশে সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল. "আজি আমি কোমল নরমাংসে উদর পুরণ করিব।" এই বলিয়া নিশাচরী নিজ বিকটানন প্রসারণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যতা হইল, তদ্দর্শনে রাম তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ দ্বারা তাহার সংহার করিলেন।

তাড়কারে নিধন করিয়া রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে মুনিগণের তপোবনে যজ্ঞস্থলে গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে পতিত এক খণ্ড শিলা শ্রীরামের পদ স্পর্শে মানবী রূপ ধারণ করিলেন। শ্রীরামের শ্রীচরণ পরশনে বনে পতিত প্রস্তর খণ্ড সহসা দিব্যাঙ্গনা মূর্ত্তি ধারণ করাতে রাম লক্ষ্মণ সাতিশয় বিস্ময় অভিভূত হইলেন। তখন সেই দিব্যাঙ্গনা রামচন্দ্রের চরণতলে পতিত হইয়া করযোড়ে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাম বলিলেন, মাতঃ! আপনি কে? এবং কি নিমিত্ত পাষাণ হইয়া পতিতা ছিলেন? তাহাতে সেই বরবর্ণিনী উত্তর দিলেন, ভগবন্! আমি

মহর্ষি গৌতমের সহধর্ম্মিণী; আমার নাম অহল্যা, দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতির মূর্ত্তিধারণ করিয়া আমার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি অপবিত্র ও পতিতা হইলে আমার বিনাপরাধেও আমার স্বামী আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তাঁহার শাপে আমি শিলারূপে পতিত ছিলাম, এক্ষণে আপনার চরণ স্পর্শে শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। এই বলিয়া সেই অহল্যা আপন পতির আলয়ে গমন করিলেন এবং রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বা-মিত্র মুনিগণের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মুনিগণ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে, মারীচি প্রভৃতি নিশাচরগণ হবি গন্ধে তখন উপ-নীত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার উপক্রম করিল, তাহাতে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে রাক্ষসগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শর প্রহারে বহু সংখ্যক রাক্ষস সংহার হইল এবং মারীচ প্রভৃতি কতিপয় নিশাচর পলায়ন করিয়া লঙ্কাপুরে গিয়া রাবণের আশ্রয়ে বাস করিতেলাগিল।

যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসগণের মধ্যে অনেকে রাম লক্ষ্মণের বাণে হত ও অনেকে পরাজিত হওত পলায়ন করিলে মুনিগণ নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া রাম লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলা-নগরে জনক রাজার রাজধানীতে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

সীতার বিবাহ।

দেবগণের অধোবদনে রাবণের হত্যা সাধনে ভগবান হরি চারি অংশে অযোধ্যানগরীতে রাজা দশরথের গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে জন্ম গ্রহণ করিলে পর মহালক্ষ্মীদেবী মিথিলানগরে রাজর্ষি জনকের ঘরে অযোনি-সম্ভবা-সীতা নাম্নী কন্যা উৎপন্না হইলেন।

একদা জনক রাজা লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্সরা উর্ব্বশী শূন্যমার্গ দিয়া গমন করেন. তখন বায়ুদ্বারা তাঁহার পরিধেয় বসন বিচলিত হইলে, তাঁহার অঙ্গ সকল জনকের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে তাঁহার বীর্য্য স্খলিত ও ভূতলে পতিত হওয়ায় সীতা অর্থাৎ সেই কর্ষিত ভূমির রেখা হইতে একটী অতি সুন্দরী কন্যা উৎপন্না হইলেন। শীতা হইতে উৎপত্তি বলিয়া রাজর্ষি তাঁহার নাম সীতা রাখিলেন এবং ঔরসজাত কন্যা নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন শিবের ভীষণ ধনু স্কন্ধে করিয়া ভৃগুরাম

জনক রাজার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, রাজর্ষে! মহাদেব এই কার্ম্মুক কবর আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি ইহা উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করুন, এবং সীতার বিবাহার্থ এই ধনুর্ভঙ্গ পণ করুন। যিনি এই হরধনুঃ ভঙ্গ করিতে পারিবেন, লক্ষ্মীরূপা সীতা সতী তাঁহারই বনিতা হইবেন। এই বলিয়া পরশুরাম প্রস্থান করিলে, জনক রাজা উক্ত ধনুঃ উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন, যিনি এই হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, লক্ষ্মীরূপা সীতা সতী তাঁহারই বনিতা হইবেন।

জনকের এই ঘোষণা শুনিয়া জগতের মহা মহা বীর সকল মিথিলায় আগমন পূর্ব্বক ধনুভঙ্গ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহাতে জনক রাজা সীতার বিবাহ বিষয়ে বড়ই চিন্তিত হইলেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি রাম লক্ষ্মণকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া জনকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মিথিলানাথ তাঁহাদিগকে অতিথি জ্ঞানে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র জনককে কহিলেন, মহারাজ! বিষ্ণু অবতার রাম আপনার কন্যা কামনায় মিথিলায় আগমন করি-ছেন, ইনিই সেই হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন,

অতএব আপনি স্বয়ং ইহাঁকে ধনুর নিকটে লইয়া চলুন। তাহাতে জনকঋষি রামচন্দ্রকে ধনুর নিকটে লইয়া গেলে, রাম হর কার্ম্মুককে নমস্কার করত তাহা বাম হস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে গুণ সংযোগ দ্বারা আকর্ষণানন্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধনুর্ভঙ্গ শব্দে পৃথিবী কম্পিত ও জীব বৃন্দ স্তব্ধীভূত হইল। জনক আনন্দিত চিত্তে রামচন্দ্রকে সীতা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলে, রামচন্দ্র কহিলেন, আমি, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন আমরা এই চারি ভ্রাতায় একত্রে বিবাহ করিব। বিশেষতঃ পিতা মহারাজ দশরথ এখানে বিদ্যমান নাই, তাঁহার অসাক্ষাতে ও তাঁহার অনুমতি বিনা আমি কখনই বিবাহ করিতে পারিব না।

শ্রীরামের এই বাক্য শুনিয়া রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মুনি পুঙ্গব! আমি রাম লক্ষ্মণকে এখানে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিব, তদ্বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে একবার অযোধ্যাধামে গমন করিয়া তথা হইতে রাজা দশরথকে তাঁহার ভরত ও শত্রুঘ্ন পুত্রদ্বয়ের সহিত শীঘ্র এখানে আনয়ন করুন।

জনকের আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক বিশ্বামিত্র মুনি তখনি অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কয়েক দিনের পরে তথায় উপনীত হইয়া দশরথকে

দর্শন দিলেন। মুনিকে একাকী প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি যে একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন? আমার রাম লক্ষ্মণকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? শীঘ্র বলুন, তাহা-দেরত কোন অমঙ্গল ঘটনা হয় নাই? তাঁহা-দিগকে দেখিতে না পাইয়া আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! উদ্বিগ্ন হইবেন না, বীর চূড়ামণি রঘুকুল তিলক মঙ্গলময় রামের আবার অমঙ্গল কি? রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা পরামাদরে জামাই আদরে জনকরাজার রাজধানী মিথিলানগরে অবস্থিতি করিতেছেন। যে ভীষণ হরধনু ভঙ্গ করিতে পৃথিবীর বড় বড় বীর সকল অপারক হইয়াছে, আপনার রাম অনায়াসে সেই ধনুঃ ভঙ্গ করিয়া জনক রাজার কন্যা লক্ষ্মীরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছেন। এখন রাজর্ষি জনক, রামকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, আপনি ত্বরায় ভরত ও শত্রুঘ্ন সহিত মিথিলানগরে আমার সমভিব্যাহারে চলুন। রামের বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, আপনি তথায় উপস্থিত হইলেই শুভ বিবাহ হইবে।

বিশ্বামিত্রের এই সুধাসম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দশরথের মৃতবৎ দেহ যেন পুনর্জীবিত হইল। তিনি তখন হৃষ্টান্তঃকরণে রথারোহণে ভরত, শত্রুঘ্ন
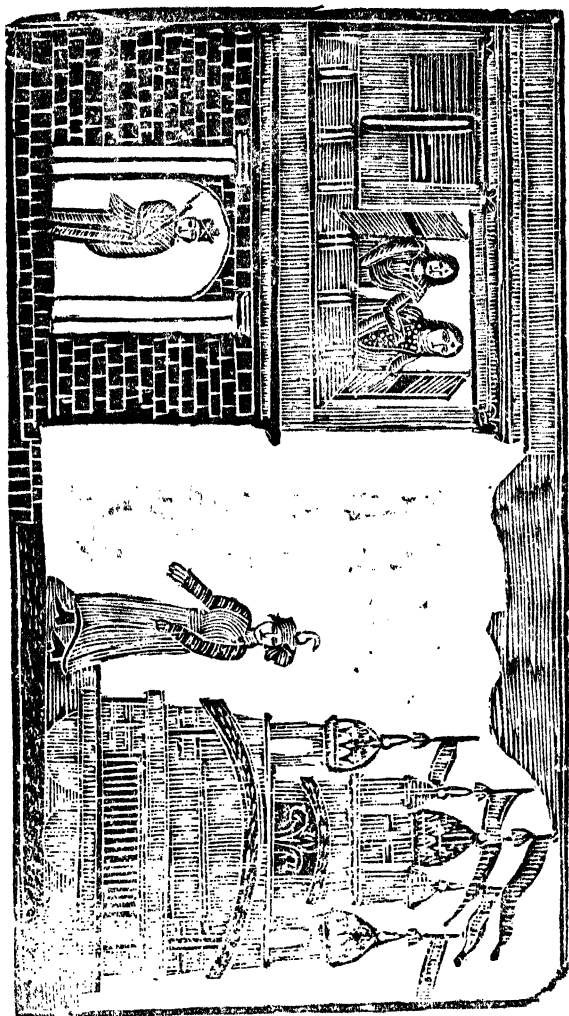
ও পাত্রমিত্রগণ এবং কুলগুরু বশিষ্ঠদেব সমভি-ব্যাহারে বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলানগরে গমন করিলেন।

দশরথের আগমনে জনক রাজা সন্তুষ্ট মনে অতি শুভক্ষণে যথাবিধানে স্বীয় কন্যা সীতাকে রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিলেন। আর জনকের সহোদোর কুশধ্বজের কন্যা উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণ, মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করিলেন। বিবাহানন্তর দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণকে লইয়া আনন্দ কোলাহলে অযোধ্যাধামে প্রত্যা-গমন করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

রামের প্রতি দশরথের উপদেশ।

দশরথ কহিলেন, রাম! অতঃপর তুমি রাজা হইবে, অতএব নীতি শিক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। দেখ এ সংসারে অর্থ এবং পরলোকে ধর্ম্ম নিতান্তই প্রয়োজন। ধর্ম্ম ও অর্থ হীন লোকের কোনকালেও কোন লোকেই সুখ নাই। দরিদ্র ব্যক্তি অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গালী, আশ্রয় হীন এবং পদে পদে বিপদগ্রস্ত; এমন কি সে পীড়িত হইলে চিকিৎসা ও পথ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। দরিদ্রকে কেহই মনুষ্য বলিয়া গণ্য করে না। তাহার গুণ-রাশি একমাত্র দরিদ্রদোষেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার উপকার কেহই করে না। সুতরাং দরিদ্র হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র! জীবদ্দশা-তেই মৃতবৎ সে হইয়া থাকে। দরিদ্রের এই দারুণ দুঃখ বরং সহ্য হয়, কেন না সে পরিমিত জীবি জীব, প্রাণান্ত হইলেই তাহার সেই সাংসারিক দুঃখের অন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম হীন ব্যক্তির দুঃখ যন্ত্রণার অন্ত নাই, কেন না ধর্ম্ম পরলোকের সম্বল। পারলৌকিক জীব সকল অনন্তজীবী, সুতরাং

ধর্ম্মরূপ সম্বল হীন লোককে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব এ হেন ধর্ম্ম ও অর্থ সঞ্চয় করা বুদ্ধিমান মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মপথে থাকিয়াই সকলকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে, কেন না ধর্ম্ম চিরস্থায়ী, অর্থ অস্থায়ী। বিশেষতঃ অর্থ পরলোকে সঙ্গে যায় না, কিন্তু ধর্ম্মই সঙ্গে গিয়া থাকে; একারণ জ্ঞানবান মনুষ্য অর্থ দিয়া ধর্ম্ম ক্রয় করেন। ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া এবং ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া যে নরাধম অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদের পারলৌকিক অনন্ত নরক যন্ত্রণার বর্ণনা করা নরলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব বরং দারিদ্র দুঃখ-ভার বহন করা ভাল, তথাপি অধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজা হওয়াও ভাল নহে।

যাহাহউক অর্থই বল, আর ধর্ম্মই বল, শিক্ষা ব্যতীত উহা উপার্জ্জন করিতে কাহারই সামর্থ নাই। শিক্ষা ব্যতীত যখন এক পাও চলা যায় না, শিক্ষা ব্যতীত যখন একটী কথাও উচ্চারণ করিতে পারা যায় না তখন অর্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মোপার্জ্জন কি শিক্ষা ব্যতীত সাধন হইতে পারে? কখনই না, সুতরাং শিক্ষাই নিতান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা আপনা আপনি সম্পাদিত হয় না, তজ্জন্য গুরুর আবশ্যক। ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের শিক্ষা বিধান করিতেছেন,

নানাজাতীয় শাস্ত্রে ইহা ভূয়ো ভূয়ো উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সদ্গুরু সন্নিধানে ভক্তি নম্র চিত্তে শিক্ষা গ্রহণ করা অতীব কর্ত্তব্য। গুরু ভিন্ন কোন কোন বিষয় সৎসঙ্গে এবং সৎগ্রন্থ পাঠেও শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তদ্রূপ সুশিক্ষোপযোগী গ্রন্থ পাঠ করা নিতান্তই প্রয়োজন। সদ্গুরু ও সৎগ্রন্থ নিতান্তই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে; আর সৎসঙ্গও অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে। কাজে কাজেই দেশমধ্যে মহা বিভ্রাট ঘটিতেছে। শিক্ষা দোষে প্রায় সকলেই ধর্ম্ম হীন, অর্থ হীন ও নীতি হীন হইয়া থাকে, সুতরাং সৎশিক্ষার আবশ্যকতা আছে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, বুদ্ধি জ্ঞানের জননী। অতএব বুদ্ধিমান মনুষ্য জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিমান মনুষ্য অতি দরিদ্র ও অসৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও নিজ বুদ্ধিবলে কোটীপতি ধনী ও পরম ধার্ম্মিক হয়েন সন্দেহ নাই। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে; কিন্তু যে ব্যক্তি চতুরতা দ্বারা অধর্ম্ম পথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক কোটীপতি হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় নির্বোধ মূর্খ আর কোথায় পাইবে? কেন না মনুষ্য অতি দীর্ঘজীবী হইলেও শত বৎসর বাঁচিতে পারে, এই শত বর্ষ সুখে থাকিবার জন্য যাহারা অধর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, দেহান্তে তাহারা পর-

লোকে গমন করিয়া অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

যাহাহউক একটী বটফলের বীজ শর্ষপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, তন্মধ্যে যেমন অনন্তকাল সম্ভূত জগদ্ব্যাপী মহা প্রকাণ্ড বৃক্ষাবয়ব নিহিত থাকে, তেমনি এই সামান্য দুর্ব্বল ও অল্পজীবী ক্ষুদ্র মনুষ্যেতে ইচ্ছাময় সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান অনন্তকালজীবি পরমাত্মা নিহিত রহিয়াছেন। জল ও মৃত্তিকা এবং সময় সংযুক্ত না হইলে যেমন বটবীজে নিহিত উক্ত মহাপ্রকাণ্ড বৃক্ষাবয়ব প্রকাশিত হয় না, তেমনি শিক্ষা, কাল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যতীত মনুষ্য মধ্যে নিহিত পরমাত্মার উপরুক্ত শক্তি সকল প্রকাশ পায় না।

অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া মনুষ্য যদি নিরলস হইয়া পবিত্র চিত্তে অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে নিয়ত নিয়মিত রূপে বিষয় বিশেষে বিশেষতঃ যোগ সম্বন্ধে প্রগাঢ় পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে তিনি সত্ত্ব সিদ্ধিলাভ করিয়া ঈশ্বর সদৃশ হইতে পারেন। সিদ্ধ পুরুষের অসাধ্য কোন কাজই নাই, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; তখন অর্থ তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে।

যাহাহউক সিদ্ধ পুরুষ হওয়া বড়ই দুর্ল্লভ, তথাপি শৈশবাবস্থা হইতে যত্নপূর্ব্বক পরিশ্রম

সহকারে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিলে মনুষ্য মহাজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হইয়া সাংসারিক বিষয়ে একটী পাকা লোক হইতে পারেন। যিনি ইহ-লোকে নিষ্কলঙ্কের সহিত পাকা মনুষ্য হইতে পারেন, তিনি পরলোকে ধর্ম্মরূপ সম্বল সংযুক্ত পাকা লোক হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? অতএব মনুষ্য যাহাতে ইহলোকে ও পরলোকে সুপবিত্র ও পাকা লোক হইতে পারেন, শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা করিতে হইবে।

অহিংসা, সত্য, দয়া, পরোপকার, ব্রহ্ম-চর্য্য, পবিত্রতা ও নির্লোভাদি সদ্গুণালঙ্কৃত হওয়া মানবদিগের সর্ব্বদাই উচিত। তাঁহারা পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঈশ্বরী জ্ঞানে ভক্তির সহিত পূজা করিবেন; আর পরস্ত্রীকে মাতৃ তুল্য জ্ঞান করিবেন। সর্ব্বদা সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কখনও কাহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে। জ্ঞানবিজ্ঞ, প্রাচীন, ব্রাহ্মণ এবং সজ্জনগণের মর্য্যাদা রক্ষা করা সর্ব্বদা আবশ্যক। বাল্যকালে এইরূপে জ্ঞান ও নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা না করিলে মনুষ্যকে ভ্রষ্ট হইতে হয়। যে দেশের শিক্ষা প্রণালী নিতান্ত নিকৃষ্ট, তথাকার মনুষ্য সকলকে প্রায়ই ভ্রষ্ট চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ পশু হইতেও

মনুষ্যদিগকে অধম বলিলেও বড় একটা দোষের কথা হয় না, কেন না সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পশু সকল আপনাদের কুস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ যত্ন সহকারে সৎশিক্ষা প্রদান করিলেও মনুষ্য পবিত্র স্বভাব ধারণ করিতে পারে না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! শিক্ষা প্রভাবে ভেক, সর্প, ইন্দুর ও বিড়াল প্রভৃতি আপনাদের স্বভাব দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর মিত্রভাবে এক পিঞ্জরে অবস্থিতি করে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া মনুষ্য কি কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না?

মনুষ্যগণ যতই দরিদ্র হইবে এবং যতই তাহাদের অভাব বৃদ্ধি হইবে, ততই তাহারা দুরাচার ও দুর্নীতিপরায়ণ এবং ভ্রষ্ট চরিত্র হইয়া উঠিবে। অভিমান, ভোগ সুখ, অজ্ঞানতা, অপরিণামদর্শিতা এবং বিলাস বাসনাই মনুষ্যদিগের দরিদ্রতার একমাত্র কারণ, নতুবা বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতে পারিলে মনুষ্যের দরিদ্রতা বা অভাব প্রায়ই উপস্থিত হয় না। ফলতঃ কোনকালে ও কোনলোকেই অলসের সুখ নাই এবং পরিশ্রমীর কখনই দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধন উপার্জ্জন করা সহজ কিন্তু তাহা রক্ষা করাই কঠিন। অভিমান ও অপব্যয় এবং আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করতঃ সঞ্চয় করিতে পারিলে লোকে দশ বার বৎসর মধ্যে লক্ষপতি হইতে পারে।

সন্দেহ নাই। তার পর ক্রমে ক্রমে সুদে লাভে আরো পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে কোটীপতি হইতে অনেককে দেখা গিয়া থাকে।

লোকে ব্যবসায় বাণিজ্য আদিতে নিযুক্ত হইয়া প্রথম হইতেই যদি বাবু আনা চালে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার অর্থ সঞ্চয় হওয়া দূরে থাক, তাহাকে ঋণগ্রস্ত হওত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন অহঙ্কারী ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না, তেমনি প্রথম হইতেই অভিমান হীন ও পরিশ্রমী না হইলে কেহই অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না।

বৎস! এই সকল উপদেশ সাধারণ লোকের পক্ষে উপকারী, কিন্তু রাজার কর্ত্তব্য ইহা অপেক্ষাও উচ্চ। এই জগতকে বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে ভগবান কর্ম্মভুমি বা শিক্ষাস্থান বলিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জগতের সকল কার্য্যই অনবরত লোক সকলের শিক্ষা বিধান করিতেছে। কাহারো সৎকর্ম্ম দেখিয়া যেমন সৎকার্য্য করিতে শিক্ষা পাওয়া যায়, তেমনি লোকের অসৎকার্য্য দৃষ্টেও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত জন্মিয়া থাকে। মনে কর, কোন সামান্য লোক তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমাকে অভিবাদন করিল, কিন্তু তুমি তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে না, সে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া দুঃখিত চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং মনে মনে করিল,

"রাম কি অসামাজিক ! কি অভদ্র ! তিনি আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন না, কিন্তু আমি তাঁহার স্বভাব দেখিয়া এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে, আমি কখন কোন লোকের সহিত এইরূপ অসদ্ব্যবহার করিব না।" ইত্যাদি।

যাহাহউক রামচন্দ্র ! তুমি রাজা হইলে তোমার প্রতি অতি গুরু ভার এবং দায়ীত্ব অর্পিত হইবে। তদনুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে তোমার কুকীর্ত্তি ও পাপ হইবে। এ জন্য আমি তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি যে, তুমি প্রজাগণকে পুত্রের অধিক প্রেম করিবে। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়াই রাজ্য শাসন করিতে থাকিবে। প্রজাগণের যখন যে অভাব হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা মোচন করিয়া দিবে এবং তাহাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে বর্দ্ধমান করিবার জন্য সতত যত্নবান হইবে। আর দুষ্ট দমন পূর্ব্বক নিয়ত উপদ্রুত প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। সুবিচার বিতরণে কখনই অমনো-যোগী হইও না, বিচার বিতরণ না করিয়া বিক্রয় করা মহাপাপ। মুনিগণের মুখে শুনিয়াছি, কলি-কালে রাজারা প্রায় দস্যু হইয়া উঠিবে, তাহারা ছলে বলে কলে কৌশলে প্রজাগণের অর্থ হরণ করিবে এবং বিচার বিক্রয় করিবে; তাহারা গণিকাগণের কুকর্ম্মার্জ্জিত ধনেরও অংশ লইবে। রাজা প্রজাগণের পিতা এবং প্রজা সমূহ রাজার

পুত্র স্বরূপ. কিন্তু কলির রাজারা পুত্র স্বরূপ প্রজাগণকে পালন না করিয়া রাক্ষসের ন্যায় বিকট বদনে তাহাদের শোণিত পান করিবে। তাই বলি রাম! তুমি এ বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। প্রজাগণের মধ্যে যাহাদের অর্থের বা জীবিকার সংস্থাপন না থাকিবে, তুমি তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া বা রাজকোষ হইতে ঋণদান করিয়া তাহাদের জীবিকার উপায় বিধান করিয়া দিবে। অথবা যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। আর অনাথ বালক বালিকা, বিধবা এবং দীন দুঃখীগণকে নিয়ত রক্ষা ও প্রতিপালন করিবে।

নবম অধ্যায়।

রাম বনবাস।

অনন্তর রামকে রাজা করিবার জন্য দশরথ আয়োজন করিতে লাগিলেন। এবং সমস্ত সামগ্রী সম্ভার প্রস্তুত করিলেন, নগর মধ্যে আনন্দ কোলাহল ও বিবিধ বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল। রাণী কৈকেয়ী ইহা শুনিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত দুই বর এই সময় আমাকে প্রদান করুন। রাজা বলিলেন, রাজ্ঞি! তুমি কি প্রার্থনা কর, তাহা আমাকে শীঘ্র বল। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, রাজন্! এক বরে আপনি আমার ভরতকে রাজা করুন, আর দ্বিতীয় বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে প্রেরণ করুন।

দশরথ কৈকেয়ীর সহসা অভাবনীয় বজ্র সদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন এবং ছিন্ন মূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করতঃ ‘হা রাম!’ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কৈকেয়ী দশরথের এই হৃদয় বিদারক শোকাবহ অবস্থা দেখিয়া কিছুমাত্র দয়া মায়া করিলেন না। প্রত্যুত রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এখন আর কাঁদিলে হইবে না, আমার প্রাপ্য দুইটী বর আমারে দিতে হইবে। সূর্য্যবংশে কস্মিন্‌কালে কোন রাজাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জনিত পাপে লিপ্ত হন নাই। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা পালন ও সত্য রক্ষা জন্য সতী সাধ্বী বনিতাকে বিক্রয় করিয়া স্বয়ং মুদ্দফরাসের ক্রীতকিঙ্কর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। আপনি কি সেই সমুজ্জ্বল বংশে কালি দিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তখন দশরথ সকাতরে কৈকেয়ীর পদতলে পতিত হইয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, প্রিয়ে! এখন তুমি আমার কর্ত্রী, আমি তোমার সম্পূর্ণ অধীন, আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং বালক রামের প্রতি দয়া কর। চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইলে রাম আমার প্রাণ পরিত্যাগ করিবে! রথ হস্তী আদি বাহন ব্যতীত যে রাম এক পদও চলিতে পারিত না, সে কেমন করিয়া বনমধ্যে কুশকণ্টকে পদবিক্ষেপ করিবে? দুগ্ধফেণসন্নিভ কোমল শয্যায় যে কমললোচন কমল কলেবর রামচন্দ্রের নিদ্রা হয় না, সে কেমন করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিবে? ক্ষীর নবনীতাদি উপাদেয় রাজভোগে যে রামের রুচি হইত না, বৃক্ষের গলিত

পত্র ও নীরাহারে সে এখন কি প্রকারে জীবিত থাকিবে? নিয়ত মুনি ঋষি ও সজ্জনগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া যে রাম ধর্ম্ম চর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন করিত, বনের পশু পক্ষীগণের সহিত সে এখন কিরূপে কালহরণ করিবে? প্রিয়ে! সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু সকল এবং নরপিসিতাশী রাক্ষসগণ কি বনমধ্যে আমার রামকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে না? কৈকেয়ী! তুমি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাম নির্ব্বাসনরূপ অসৎকার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক দারুণ কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হইতে কেনই বা বাসনা করিতেছ? তোমার কথায় রামকে বনে পাঠাইয়া আমিই বা কিরূপে লোক সমাজে মুখ দেখাইব? নারীর কথায় স্ত্রৈণ রাজা প্রিয়পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিল বলিয়া আমার এ অপকলঙ্ক চিরকালই জগতে বিঘোষিত হইতে থাকিবে! আর রাম বনে গেলে, আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। বৃদ্ধকালে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া আমার প্রতি অন্ধ মুনির যে অভিশাপ আছে, বুঝি তাহা এইবারেই ফলিল? প্রেয়সি! আমার মৃত্যু হইলে তুমি যে বিধবা হইবে, সে আশঙ্কাও কি তোমার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে না? কৈকেয়ী! এক বরে আমি ভরতকে রাজা করিতেছি, আর রামের বনবাসের পরিবর্ত্তে তুমি আমার কাছে অন্য যে বর প্রার্থনা করিবে আমি তাহাই তোমাকে

প্রদান করিব। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিকট যে বর যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা কোনমতেই করিতে পারিব না। আপনি সত্য পালন করিতে না পারেন বলুন, আমি আর আপনার নিকট কোন বরই প্রার্থনা করি না।

নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া রাজা একেবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার লোচন হইতে অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে রামচন্দ্র পিতাকে দর্শন করিতে তথায় আগমন করিলেন। তিনি পিতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কতই ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু দশরথ একটীও কথা কহিলেন না। পিতার ঈদৃশী দশা নিরীক্ষণে রাম কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! পিতার এ কি হইয়াছে? আজি কেন তিনি ধুলি ধুসরিত কলেবরে ভূতলে পতিত রহিয়াছেন? আর কেনই বা বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন? ক্ষণকাল আমাকে দেখিতে না পাইলে যিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন এবং আমাকে দেখিবা মাত্র কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন, আজি কেন তিনি আমাকে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন? কেনই বা আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন না? আর আমি ডাকিলে কেনই বা উত্তর দিতেছেন না? মা! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?

না, পিতার কোন পীড়া বা বিপদ উপস্থিত হই-
য়াছে? যদি আপনি তাহা জ্ঞাত থাকেন, তবে
শীঘ্র আমার নিকট প্রকাশ করুন, আমার প্রাণ
অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে! আমি যদি
পিতৃ চরণে কোন অপরাধী হই, বা আর কাহারো
প্রতিকূলে কোন দোষ করিয়া থাকি, তবে এ
ঘৃণিত জীবন আর রাখিব না, লোক সমাজে কলঙ্ক
কলুষিত পোড়ার মুখ আর দেখাইব না।

রামের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কৈকেয়ী
জটা ও বল্কল আনিয়া রামের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক
কহিলেন, রাম! তুমি তোমার রাজ পরিচ্ছদ
পরিত্যাগ কর, আর এই জটাধারণ ও বল্কল পরি-
ধান পুর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য এখনি বনবাসে
গমন কর। তোমার পরিবর্ত্তে ভরত অযোধ্যার
রাজা হইবেন। পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ আমার
নিকট সত্যপাশে বন্দী হইয়া আছেন। তিনি
আমাকে দুটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,
এক্ষণে আমি মহারাজের নিকট সেই দুই বর
যাচ্ঞা করিতেছি. তাহার এক বরে তুমি চতুর্দ্দশ
বৎসরের জন্য বনে গমন কর এবং অপর বরে
চতুর্দ্দশ বৎসর ভরত অযোধ্যায় রাজত্ব করুন।
মহারাজ প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে তাহা পালন
করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বল ও
কাপুরুষ রাজা সূর্য্যবংশে আর কখনই দৃষ্টিগোচর

হন নাই। রাম! তুমি ধর্ম্মবীর, দয়াবীর, দান বীর ও যুদ্ধবীর ; এক্ষণে পিতৃ সত্য পালন করিয়া সত্যবীর বলিয়া জগতে পরিচিত হও।

বিমাতার এই নিদারুণ ও কঠোর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাম কহিলেন, মাতঃ! এত কথা আর বলিবেন না, আপনি কি আমার স্বভাব চরিত্র জানেন না? পিতার সত্য না থাকিলেও আমি আপনার কথাতেই বনবাসে গমন করিতাম। এই বলিয়া রামচন্দ্র রাজবেশ পরিত্যাগ পুরঃসর কৈকেয়ী প্রদত্ত জটাধারণ ও বল্কল পরিধান পূর্ব্বক বনবাসে গমন করিবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দশরথ একেবারে অবাক হইয়া পড়িলেন এবং রামের যোগীবেশ দর্শন করিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র মাতা কৌশল্যার নিকট হইতে বিদায় লইবার কারণ তাঁহার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দেবী কৌশল্যা তখন রাজরাজেশ্বরী ভগবতী কাত্যায়নীর পূজা করিতেছিলেন। "রাম আমার রাজা হইবেন, অতএব হে ভগবতি! তুমি তাঁহার অমঙ্গল সকল বিনাশ করিয়া তাঁহার কল্যাণ বিধান কর এবং রামচন্দ্র যাহাতে দীর্ঘজীবি হইয়া নিষ্কণ্টকে সসাগরা বসুন্ধরার এক ছত্রী সম্রাট হন, হে দয়াময়ি! দয়া করিয়া এমত আশীর্ব্বাদ প্রদান

কর।" এই প্রকারে নানা স্তব স্তুতি করত কৌশল্যা-দেবী ভগবতীর পাদপদ্মে কৃতাঞ্জলিপুটে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন এবং রাম আইলে তাঁহাকে আশী-র্ব্বাদী ফুল দিবেন বলিয়া পুষ্প হস্তে রামের অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে বল্কলাম্বরও জটাধারী রাম আসিয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিলেন। এবং কর-যোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, মা! আমায় বিদায় দিন. আমি পিতৃ সত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে গমন করিতেছি।

এ কি সর্ব্বনাশ হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!
কোথা রাম রাজা হন কোথা বনবাস!

দেবী কৌশল্যা সহসা রামকে যোগীবেশে বনবাসে গমনোদ্যত দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করতঃ রাম রাম রবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা বাস্তবিক ঘটনা কি স্বপ্ন তিনি তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলেন না।

এ দিকে সম্মুখে নব দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম যোড় হস্তে কৌশল্যাকে বলিতেছেন মা! ও মা! ক্রন্দন করিবেন না। আপনি অনুমতি করুন, আমি পিতৃ সত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনে গমন করি। তখন কৌশল্যা আকুল প্রাণে রামকে কহিলেন, বৎস! সূর্য্য বরং পশ্চিমে উদয় হইতে পারেন, অহি শিরে ভেকেরও নৃত্য করা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তোমার পবিত্র চরিত্রে কখনই কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। যে ভ্রমেও মিথ্যা কথা প্রয়োগ করেন না, যিনি দেব দ্বিজ ও গুরুজনে সতত ভক্তিমান; যিনি সকল রমণীকে জননী সমান জ্ঞান করেন, এবং যিনি নিয়ত দীন দুঃখিগণের প্রতি মুক্ত হস্ত; সেই সত্যব্রত জিতেন্দ্রিয় পরমদয়ালু মহাধার্ম্মিক

রামকে আজ কোন দোষে মহারাজ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছেন! মহারাজের এরূপ আচারে কোন সৎ প্রজা আর তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে? বৎস! তুমি কেন বনবাসে যাইবে? তোমাকে লইয়া আমি বিদেশে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব। রাম কহিলেন, মাতঃ! পিতার সত্য রক্ষা না হইলে তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হইবে, অতএব তাঁহার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে আমাকে কখনই বাধা দিবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার শ্রীচরণ সন্দর্শন করিব।

রাম বনে যাইতেছেন শুনিয়া লক্ষ্মণও জটা বল্কল ধারণ করতঃ তাঁহার অনুগমন করিলেন। আর রামের সহধর্ম্মিণী জনকনন্দিনী সীতা সতীও তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। বনবাসে বিষম ভয় ও ক্লেশ বলিয়া গৃহে থাকিবার কারণ কৌশল্যা ও রাম প্রভৃতি সীতাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু স্বামী সেবাই সতীর একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া সীতা পতির অনুগামিনী হইলেন। এই শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণাবলোকনে অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং অন্তঃপুরচারিণী অনেক রমণী কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, কৈকেয়ি! তোমাকে ধিক!
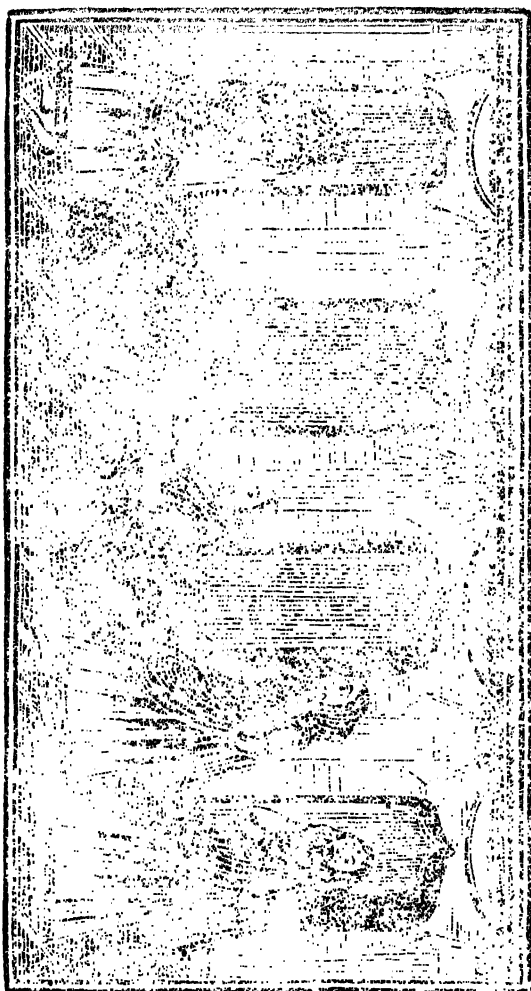
তুমি এখনও জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছ? আমরা হইলে কোনকালে বিষপানে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতাম। কালামুখ দেখাইতে কি তোমার একটুও লজ্জা বোধ হয় না? রাম হেন পরমধনে অকারণে কোন প্রাণে বনে পাঠাইয়া দিলে? তোমার কুহকে পতিত হইয়া অতি বিজ্ঞ মহারাজ দশরথের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, হায়! বিনা দোষে দয়ালু রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ জনিত পাপে অযোধ্যা উচ্ছন্ন হইবে।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অযোধ্যা পরিত্যাগ করত বনবাসে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে গাভীগণ পর্য্যন্ত অশ্রু মোচন পূর্ব্বক হাম্বা রবে রোদন করিতে লাগিল। রাজা দশরথও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাম লক্ষ্মণ বনবাসী এবং ইতিপূর্ব্বে ভরত শত্রুঘ্নও নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে গমন করিয়াছেন, সুতরাং চারি পুত্র সত্ত্বেও দশরথ বাসি মড়া হইলেন। তৎকালে তাঁহার আর যথাবিধি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল না। বশিষ্ঠাদির পরামর্শে রাজার মৃত শরীর তৈলাক্ত করিয়া রক্ষিত হইল। এবং ভরত শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে প্রত্যানয়ন করিতে দূত প্রেরিত হইল।

অনন্তর ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যানগরে প্রত্যাগমন করত রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস এবং পিতার

মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকে অচেতন হওত ভূতলে পতিত হইলেন, আর ক্ষণপরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতা কৈকেয়ী হইতেই এই সকল অনর্থ ঘটনা হইয়াছে শুনিয়া ভরত মাতাকে যৎপরোনাস্তী ভৎ´সনা করিতে লাগিলেন। তার পর যথাবিধি পিতার ঔর্দ্ধদেহীক ক্রিয়া সমাধা করিলেন।

এক্ষণে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ এবং অযোধ্যা রাজ্যের পাত্র মিত্রগণ ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ভরত কহিলেন, রামের রাজ্য আমি কখনই গ্রহণ করিব না। আমি যেমন করিয়া পারি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বিশেষ ব্যাগ্রতার সহিত তাঁহাকে অযোধ্যানগরে প্রত্যানয়ন করত তাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই অর্পণ করিব। এই বলিয়া তিনি রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিয়া আনিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের উদ্দেশে রথারোহণে দ্রুতবেগে গমন করিলেন এবং পথিমধ্যে রামের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হওত অশেষ বিশেষে কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, প্রভো! আমার মাতার অপরাধ মার্জ্জনা করত মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া অযোধ্যাধামে আগমন করুন এবং আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাগণকে পালন করিতে থাকুন। আপনার

বিচ্ছেদে পিতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অধুনা অযোধ্যার রাজসিংহাসন শূন্য পতিত রহিয়াছে, অতএব আপনি ত্বরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্যপদে অভিষিক্ত হউন।

ভরতের মুখে পিতার স্বর্গারোহণ বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা শোকে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন এবং করুন স্বরে বিস্তর বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! বিধি লিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ও হইবে, তুমি আর কাল বিলম্ব করিও না। অযোধ্যাপুরী রাজশূন্য দেখিয়া বিপক্ষগণের বল প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে থাক। আমি পিতৃ সত্য পালন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অযোধ্যার রাজ্য পুনঃ গ্রহণ করিব।

রামের প্রত্যাগমনের বিষয়ে নিরাশ হইয়া ভরত যোড়হস্তে রামকে কহিলেন, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ভৃত্য হইয়া আমি কখনই নিজে আপনার রাজ্য শাসন করিব না। আমি আপনার নামে রাজ্য রাখিয়া আপনারই আজ্ঞামত উহা রক্ষা ও শাসন করিব। অতএব অনুগ্রহ

পূর্ব্বক ন্যাস স্বরূপ আপনার পাদুকা আমাকে প্রদান করুন। তখন রামচন্দ্র ভরতের করে পাদুকা যুগল অর্পণ করিলে, ভরত অযোধ্যানগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় রাজসিংহাসনে স্থাপন করত তদুপরি ছত্র ধারণ পূর্ব্বক তাহার তলে উপবেশন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

সীতাহরণ।

বনবাসে প্রেরিত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত নানা দেশ, নগর, বন, উপবন, মুনিগণের আশ্রম, গিরি, দরি সরিৎ ও সরোবরাদি দর্শন করিতে করিতে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক সমুদ্রের সন্নিকটস্থ পঞ্চবটীর বনে কুটীর নির্ম্মাণ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বন হইতে নিত্য নিত্য ফল মূলাদি আহরণ করিয়া আনিয়া রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলে রাম তাহা বণ্টন পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণকে দিয়া নিজে ভোজন করিতেন। তাঁহারা এক্ষণে মনুষ্য সংসর্গ ত্যাগ করিয়া মৃগাদি পশু এবং পিখী পীকাদি পক্ষীগণের সংসর্গে এক প্রকার সুখে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা নানা প্রকার বন ফুলে মালা গাঁথিয়া নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রামকে নিত্য নিত্য নূতন নূতন সাজে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। রাম সীতার একটী কুটীর এবং তৎপার্শ্বে লক্ষ্মণেরও স্বতন্ত্র একটী কুটীর ছিল। একদা সীতার সহিত রাম আপন আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, এমন

সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা নাম্নী এক রাক্ষসী ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। নিশাচরী রামরূপ দর্শনে কামমোহিত হওত জগন্মোহিনী রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া কহিল, হে পুরুষবর! কোন্ দেশে তোমার ঘর? এবং কি উদ্দেশে এই ভীষণ বন প্রদেশে আসিয়াছ? তাহা আমাকে শীঘ্র বল। আমি অনায়াসে তোমার উদ্দেশ্য সকল সফল করিয়া দিব সন্দেহ নাই। হে কাল মাণিক! তোমার রূপে বন আলো করিয়া রহিয়াছে এবং আমার মনোরূপ পতঙ্গ ঐ রূপে একেবারে মগ্ন হইয়াছে। নাথ! তুমি কি কামদেব? আর তোমার সঙ্গিনী ঐ যুবতী কি সাক্ষাৎ রতি? সে যাহাই হউক আমার রতি মতি তোমার ঐ অতুল রাতুল পাদপদ্মে সংলগ্ন হইল; তোমা ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই। আমি তোমাকে পতিরূপে কামনা করিতেছি, নাথ! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তখন রাম কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম। আমি পিতৃ সত্য পালনার্থ বনে আগমন করিয়াছি, আমার সহিত সীতা নাম্নী আমার সহধর্ম্মিণী আছেন। সপত্নীর সংসারে তোমার বড় সুখের সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ না করিয়া আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে

বিবাহ কর, যে হেতু লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সহধর্ম্মিণী নাই।

রামের কথায় সূর্পণখা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিল এবং লক্ষ্মণকে রামের আদেশে ও আপনার মনোভিলাষ বিজ্ঞাপন করিল। তাহাতে লক্ষ্মণ তাহার নাক কাণ কাটিয়া দিলে, সে তৎক্ষণাৎ খর, দূষণ নামক তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক আপনার দুরাবস্থার কথা নিবেদন করিল। ভগ্নীর দুরাবস্থা দর্শনে খর, দূষণ ক্রোধ মনে সসৈন্যে পঞ্চবটীর বনে আগমন করত রাম লক্ষ্মণের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রাম লক্ষ্মণের বাণে খর দূষণ সসৈন্যে নিহত হইল। তখন সূর্পণখা লঙ্কায় গমন করিয়া রাবণকে আপনার কাটা নাক কাণ দেখাইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল। এবং আরো কহিল, দাদা! সেই জটাধারী রামের সহিত এক নারী আছে, আমি ত্রিভুবনে অমন রূপ আর কোথাও দেখি নাই। মন্দোদরী তাহার দাসীরও যোগ্য নহে; তাহার রূপে বন আলো করিয়া রহিয়াছে। দাদা! যদি তুমি সেই রমণীকে আনিয়া পাটরাণী করিতে পার, তবে তোমার সোণার লঙ্কার প্রকৃত শোভাবর্দ্ধন হয়।

সূর্পণখার কথা শুনিয়া রাবণ অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং গোপনে রামের রমণীকে

হরণ করিয়া আনিতে স্থির সিদ্ধান্ত করতঃ মারীচ! মারীচ! বলিয়া তাড়কানন্দন মারীচ নামক নিশাচরকে ডাকিতে লাগিলেন। রাবণের আহ্বানে মারীচ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল, তখন রাবণ মারীচকে কহিলেন, দেখ মারীচ! অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়া পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত সীতা নাম্নী এক অতিসুন্দরী রমণী আছে, রমণী দেখিয়া সূর্পণখা তাহার সহিত কথোপকথন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্মণ বেটা তাহাতে রাগ করিয়া সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছে। জটাধারী রাম লক্ষ্মণ সামান্য মনুষ্য, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা মমাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে উচিত নহে। অতএব মারীচ! তুমি মায়া করিয়া সুবর্ণের মৃগবেশ ধারণ পূর্ব্বক সীতার সম্মুখে গিয়া নৃত্য করিতে থাক। সোণার হরিণ দেখিয়া সীতা তাহা ধরিবার কারণ অবশ্যই রামকে বলিবেন; রাম তোমাকে ধরিতে গেলে, তুমি ক্রমে ক্রমে তাহাকে ভুলাইয়া দূরবনে লইয়া যাইবে। তার পর তোমাকে জীবিত ধৃত করিতে না পারিয়া রাম যখন তোমার প্রতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিবে, তখন তুমি এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে, "হে ভাই লক্ষ্মণ শীঘ্র আইস, আমার বিপদ ঘটিয়াছে।" তোমার এই আর্ত্ত স্বর শুনিয়া

সীতা রামের উদ্দেশে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলে, আমি শূন্য ঘরে সীতারে পাইয়া হরণ করিয়া লঙ্কাপুরে আনয়ন করিব।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মারীচ মনে মনে ভাবিল, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। রাবণের আদেশ পালন না করিলে সে অবশ্যই আমারে সংহার করিবে এবং সুবর্ণময়ী মৃগবেশে রামের নিকটে গমন করিলে তিনিও আমারে নিধন করিবেন। আমার মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন রাবণের হাতে না মরিয়া পতিতপাবন ভগবান রামচন্দ্রের হস্তেই প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। ইহা চিন্তা করিয়া মারীচ নিশাচর রাবণের আজ্ঞানুসারে সোণার হরিণ হইয়া পঞ্চবটীর বনে রামের কুটীর সন্নিধানে সীতার সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সুবর্ণময়ী অপূর্ব্ব মৃগ দর্শন করিয়া সীতাদেবী রামকে কহিলেন, নাথ! এই হরিণ শিশুটী ধৃত করিয়া আমাকে প্রদান করুন।

সীতার নিয়োগানুসারে ভগবান রামচন্দ্র সোণার হরিণ ধরিবার জন্য বন বনান্তরে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। এবং উক্ত কুরঙ্গের অনুসরণে তিনি ক্রমে ক্রমে দূর বনে গিয়া পড়িলেন; তিনি একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইলেন। তাঁহার নীল নীরধর উজ্জ্বল অঙ্গ হইতে অনর্গল স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, "নীলগিরি

হইতে মুক্তা ফল সকল অবিরল ভূতলে পতিত হইতেছে।

রামচন্দ্র মায়ামৃগ জীবিতাবস্থায় ধারণ করিতে অশক্ত হওত তৎপ্রতি বিশাক্ত বাণ বর্ষণ করিলেন। বাণাঘাতে ব্যথিত প্রাণে মায়াবী মারীচ নিশাচর ঘোরতর আর্ত্তস্বর করিয়া "হে ভাই লক্ষ্মণ শীঘ্র আইস, আমার বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। কুটীরে থাকিয়া সীতাদেবী এই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। তিনি রামের কোন বিপদ আশঙ্কা বলিয়া আকুল প্রাণে লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেবর! তুমি সত্বর রঘুনাথের উদ্দেশে গমন কর, বুঝি তাঁহার কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

জানকীর প্রেরীত মতে লক্ষ্মণ রামের অন্বেষণে ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে দশানন যোগীবেশে "ভিক্ষাং দেহী" বলিয়া সীতার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতাদেবী যোগীকে ভিক্ষা দিবার জন্য যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি রাবণ তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ তাঁহাকে লইয়া রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাবণের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সীতাদেবী ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া রাম রাম রবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথের সখা

জটায়ুপক্ষী বন্ধুর পুত্রবধুকে রাবণে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং চঞ্চুপুট বিস্তার পূর্ব্বক রথ সহ দশাননকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু রথ সুদ্ধ গ্রাস করিলে সীতাদেবীও বিনাশ হইবেন, এই আশঙ্কায় পক্ষীবর তাহাতে নিরস্ত হইল। তখন পক্ষী হইতে মহা ভয় প্রাপ্ত হইয়া রাবণ তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিলেন, সেই শর প্রহারে জর্জ্জরিত কলেবরে রুধির বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল এবং রাবণ দ্রুতবেগে রথ সঞ্চালন করত লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

জানকীকে লঙ্কায় আনিয়া রাবণ অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু সতীলক্ষ্মী সীতাদেবী তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞানে তৎপ্রতি ঘৃণার নয়নে একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না। তজ্জন্য রাক্ষসেন্দ্র ক্রোধান্বিত হওতঃ তাঁহাকে অশোক বনে সংস্থাপন করিলেন। এখানে জনক কুমারী দিবাবরী রাম চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

সীতার অন্বেষণ।

এ দিকে রামচন্দ্র মায়ামৃগ মারীচ নিশাচরকে নিহত করত আস্তে ব্যস্তে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র তিনি ভয়-চকিত চিত্তে কহিলেন, ভ্রাতঃ! সীতারে শূন্য ঘরে রাখিয়া তুমি আবার কি জন্য এই ঘোরারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে? তাহাতে লক্ষ্মণ করযোড়ে কহিলেন, প্রভো! আপনার বিলম্ব দেখিয়া জানকী জানকী এবং আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তৎপরে "হে ভাই লক্ষ্মণ শীঘ্র আইস, আমার বিপদ ঘটিয়াছে" এইরূপ আর্ত্তস্বর আমাদের শ্রুতিগোচর হইল। তখন সীতাদেবী আপনার বিপদ ঘটিয়াছে, মনে করিয়া আপনার অন্বেষণে আমারে বনে প্রেরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণের বাক্যাবসানে রঘুনাথ তাঁহাকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে; বুঝি বা বনমাঝে জানকীর কোন বিপদ ঘটিয়াছে। এই বলিয়া সৌমিত্রের সহিত রামচন্দ্র দ্রুতবেগে

আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কুটীরে আসিয়া রাম লক্ষ্মণ সীতার দর্শন না পাইয়া শোকে দুঃখে একেবারে হত চেতন হইলেন এবং ব্যাগ্রচিত্তে ইতস্ততঃ তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কোন খানে জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা বনান্তরে গমন করতঃ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তথায় দশাননের বাণ বিদ্ধ ক্ষত কলেবর জটায়ুপক্ষী আসন্ন মৃত্যু অবস্থায় পতিত ছিল। সে ধীরে ধীরে রাম লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিল, হে সূর্য্যকুলমণি বীরবরদ্বয়! তোমরা বৃথা রোদন করিও না, জানকীকে লঙ্কার রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সীতাকে রক্ষা করিবার কারণ আমি তাহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার শর প্রহারে ক্ষত কলেবরে মৃত্যুর অপেক্ষা পতিত আছি। হে রামচন্দ্র! সীতার সংবাদ তোমাকে জ্ঞাত করিব এবং তোমার ঐ পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া এতক্ষণ জীবিত রহিয়াছি, এই বলিয়া পক্ষীবর দেহ ত্যাগ করিল।

জটায়ুর মুখে সীতা হরণ বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাকুলিত হইলেন, দুঃখ বিষাদে তাঁহার অন্তঃকরণ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। বিপদকালে একেবারে দুঃখের সাগরে নিবজ্জিত হওয়া উচিত নহে, এখন বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক

রাবণকে সংহার করতঃ সীতার উদ্ধার করাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই বিষয় স্থির করিয়া তাঁহারা রাবণ বধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ লঙ্কাভিমুখে সমুদ্র তটে আগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সুগ্রীব বানরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল; সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি, মহাবীর বালী নামক বানর রাজের সহোদর।

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে দেখিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! লঙ্কার রাবণ আমার সহধর্ম্মিণী জনক নন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে. আমি তাহারে সংহার করত সীতার উদ্ধার সাধন করিব, অতএব তদ্বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতে হইবে। তখন সুগ্রীব কহিলেন, বন্ধো! আমার ভ্রাতা বালীকে বধ করিয়া তুমি বাণর রাজ্যে আমাকে অভিষিক্ত কর, আমি পৃথিবীর সমস্ত বানর লইয়া গাছ পালা ও শৈলাদি দ্বারা সাগর বন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরে গমন করিয়া রাবণকে সংহার করিব।

সুগ্রীবের আশ্বাসজনক বাক্যে রামের মনে সহসা বিলক্ষণ বিশ্বাস ও আহ্লাদ জন্মিল, তিনি তখন ম্লান মুখে ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, সখে! তুমি তবে সেই বালী রাজাকে দেখাইয়া দাও, আমি অবিলম্বে তাহাকে বধ করত তোমাকে

রাজ্যভার অর্পণ করিব। সুগ্রীব কহিলেন, মিত্রবর! আমি বালিরাজার সিংহদ্বারে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিব, তিনি যেই মাত্র বহির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তুমি অমনি বাণ বর্ষণ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিবে। রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই বাক্য স্বীকার করিলে, সুগ্রীব বালির সিংহদ্বারে আসিয়া যুদ্ধং দেহি বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎশ্রবণে বালি বহির্গত হওতঃ সুগ্রীবের সহিত প্রবৃত্ত হইলে, রঘুনাথ তৎপ্রতি নির্ঘাৎ বাণ বর্ষণ করিলেন। সেই বাণাঘাতে মৃতপ্রায় হওতঃ তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সম্বিৎ প্রাপ্ত হওতঃ সম্মুখে নবদুর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপ দর্শন করিলেন। রামকে দেখিয়া বালি ভৎর্সনা করত কহিলেন, হে ভীরো! তুমি আমারে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতে পারিলে না। নীচ লোকের ন্যায় গুপ্তভাবে বধ করিতে লাগিলে? এই বলিয়া বালি প্রাণত্যাগ করিলে রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানগরে সুগ্রীবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন বালি নন্দন অঙ্গদ পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রাম পাদপদ্মে পতিত হইয়া কহিল, প্রভো! আপনার এ কেমন বিচার হইল? আপনি নিরপরাধে কি জন্য আমার পিতার প্রাণ সংহার

করিলেন? তাহাতে রঘুনাথ লজ্জিত হইয়া অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! এই বিশ্বমধ্যে সেই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা একমাত্র বিশ্বপতি ভগবান ব্যতীত আর কেহই কর্ত্তা নহে, সেই সর্ব্বময় কর্ত্তার ইচ্ছানুসারেই সকল কার্য্য হইয়া থাকে। "এই কর্ম্ম আমি করিলাম" জীবের হত্যাকার যে অভিমান, তাহা ভ্রম মূলক। হে অঙ্গদ! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এবং হইবে। অতএব এ বিষয়ে তুমি আমাকে দোষী না করিয়া দৈবই বলবান বলিয়া সন্তুষ্ট হও। আমিও সেই দৈব-বশে যুগে যুগে অবতার হইয়া দৈবচালিত পথে গমন করি ও দৈব প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। এই জন্মে আমি তোমার পিতাকে সংহার করিলাম বটে, কিন্তু পুনর্জ্জন্মে তুমি আমাকে সংহার করিবে অর্থাৎ আমার কৃষ্ণাবতারে তুমি ব্যাধরূপে আমাকে হত্যা করিবে।

সুগ্রীব বানরাধিপতি হইয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে পাল পাল বানর সকল আনয়ন করিতে লাগিলেন। নানা আকারের ও নানা বর্ণের বানর ও ভল্লুকগণ নানা স্থান হইতে দলে দলে পঙ্গ-পালের ন্যায় আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যানগরে উপস্থিত হইল। সেই বানর ও ভল্লুকগণ লইয়া সুগ্রীব রাম লক্ষ্মণের সাহায্যার্থ বদ্ধ পরিকর হইলেন। সকলে সমুদ্র তটে উপস্থিত হইয়া "কিরূপে

লঙ্কাপুরে যাওয়া যায়, কেমনেই বা সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায়" এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুগ্রীব বানরগণকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে, এই অলঙ্ঘ্য উল্লঙ্ঘ্যন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরে গমন করতঃ জানকীর সংবাদ আনিতে পারে? তখন হনূমান উপস্থিত হইয়া ভক্তি ভারাবনত চিত্তে রাম লক্ষ্মণের পাদপদ্মে প্রণিপাত করত যোড়হাত করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, রাজন্! আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি এই দুস্তার পারাবার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিব এবং তথায় ঘরে ঘরে অন্বেষণ করিয়া সীতাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করত তাঁহার সংবাদ আনিয়া দিব। হনূমানের এই কথা শুনিয়া ভল্লুক জাম্বুবান তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে, তিনি (হনূমান) শ্রীরামের চিহ্ন স্বরূপ অঙ্গুরী গ্রহণ করত শূন্যমার্গে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কাপুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি নিশীথ সময়ে ঘরে ঘরে অন্বেষণ করত কোথাও সীতার উদ্দেশ না পাইয়া অবশেষে অশোক বনে উপনীত হইলেন। সেখানে সীতাদেবীকে বন্দিনী অবস্থায় রাম রাম রবে রোদন করিতে দেখিয়া হনূমানও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং লগ্নীকৃতবাসে জানকীর পদতলে প্রণিপাত করতঃ রামের চিহ্ন

স্বরূপ অঙ্গুরী তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। রামের অঙ্গুরী দেখিয়া সীতাদেবী বহুতর বিলাপ বিলাপ পুরঃসর হনূমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কপিবর! প্রভু রামচন্দ্র আমার কেমন আছেন? আমার সেই জীবন সর্ব্বস্ব নয়ন তারা আমা হারা হইয়া কি প্রকারে কালযাপন করিতেছেন? আমাগত প্রাণ প্রাণনাথ আমার এখন আমা বিরহে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতেছেন? আহা! দেবর লক্ষ্মণ, যাঁহার গুণগণ স্মরণ হইলে কোন প্রকারেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। যিনি আমাকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন, সেই প্রাণ প্রতিম দেবর আমার আমা বিরহে কিরূপে জীবিত রহিয়াছেন? আহা! রাম লক্ষ্মণ বিহনে আমি বারি হীন মীনের ন্যায় ছটফট করিতেছি, মণিহারা ফণীর মত উন্মাদিনী হইয়াছি এবং প্রাণ হীন দেহের তুল্য মৃতবৎ আছি। আমি আর তিলার্দ্ধও জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। জনক কুমারী কম্প বিগলিত লোচনে গদগদ স্বরে এই মাত্র বলিয়া শোকে দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! বোধ হইল যেন সহসা গগণ শশী আকাশচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

সীতাদেবীর এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে হনূমানের অন্তঃকরণ বিদির্ণ প্রায় হইল। তিনি কোনমতে আত্ম গোপন বা রোদন সম্বরণ করিতে

না পারিয়া মুক্ত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। হৃদয় ভেদী বজ্রের ন্যায় তাঁহার ক্রন্দনের ভীষণ রবে বন্দিনী জনক নন্দিনীর প্রতিহারিণী ঘোর রূপিণী রাক্ষসীগণ জাগরিত হইয়া উঠিল। তাহারা সম্মুখে বিকটাকার বানরকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহাকে তথা হইতে দূর করিয়া নিমিত্ত তৎপৃষ্ঠে যষ্ঠির আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। তখন হনূমান তাহাদিগকে সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি রাম দূত! সীতার অন্বেষণে এখানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে সীতার উদ্দেশ পাইয়াছি, এ জন্য এখান হইতে এখন চলিয়া যাইব। দূতের প্রতি অত্যাচার করা কখনই ধর্ম্মানুমোদিত নহে; অতএব তোমরা আর আমাকে প্রহার করিও না। দূতের বিনয় বচনে নিশাচরীগণ হনূমানকে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইলে পর, সীতাদেবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। এবং হনূমানকে কহিলেন, বৎস! তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার এ দুঃখের কথা প্রভু রঘুনাথ ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করিও, আর আমার চিহ্ন স্বরূপ এই মণি রামকে প্রদান করিও। এই কথা বলিয়া জনকনন্দিনী আপনার মাথার মণি লইয়া হনূমানের হস্তে প্রদান করিলেন। তখন হনূমান সীতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলে, তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ

করিলেন এবং ভক্ষণার্থ পাঁচটী অমৃত ফল প্রদান করিলেন। হনূমান অমৃত সম অমৃত ফল গুলি ভক্ষণ করিয়া জানকীকে কহিলেন, মাতঃ! অমৃত ফলের বাগান কোথায়? আমাকে তাহা বলিয়া দিন, আমি উদর পুরিয়া ফল ভক্ষণ করিব। তখন সীতা অঙ্গুলী হেলাইয়া হনূমানকে অমৃত ফলের বাগান দেখাইয়া দিলে. হনূমান তথায় গমন পূর্ব্বক মনের সাধে ফল ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাগান রক্ষকেরা যত নিষেধ করিতে লাগিল, হনূমান ততই অত্যাচার করিতে লাগিলেন; তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদায় বৃক্ষ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। রাবণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হনূমানকে বাঁধিয়া আনিতে অক্ষয়কুমার নামক আপন পুত্রকে উপযুক্ত সৈন্যগণের সহিত প্রেরণ করিলেন. কিন্তু হনূমান সৈন্যগণের সহিত অক্ষয়কুমারকে সংহার করিলেন। তখন রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিত হনূমানকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাবণের নিকটে আনয়ন করিলেম। রাবণ তাহাকে পোড়াইয়া মারিবার উদ্দেশে তাহার লেজে অগ্নি প্রদান করিলে, হনূমান লম্ফ দিয়া লঙ্কা নগরের ঘরে ঘরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলে, সমস্ত লঙ্কা একেবারে দগ্ধীভূত হইল এবং হনূমান সাগর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত

করতঃ সীতা প্রদত্ত মণি রামের হস্তে প্রদান করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। হনূমানের মুখে সীতার উদ্দেশ বার্তা শ্রবণে সকলে সুখী হইলেন বটে, কিন্তু জানকীর মস্তকের মণি দেখিয়া রঘুনাথ কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে হনূমানকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সমুদ্র বন্ধন ও রাবণের যুদ্ধের উপক্রম।

সীতার উদ্দেশ হইল এবং হনূমানও লঙ্কা পোড়াইয়া আসিলেন, কিন্তু এক্ষণে কিরূপে সীতাকে উদ্ধার করা যায়, এই সকল বিষয় রাম লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং জাম্বুবান চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে যুক্তি স্থির হইল, সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক সাগরে সেতু প্রস্তুত করত সসৈন্যে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সুগ্রীবের আজ্ঞায় অঙ্গদ, হনূমান, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন প্রভৃতি বানরগণ গাছ, পাথর ও পর্ব্বত আনিয়া সমুদ্রে সুন্দর সেতু প্রস্তুত করিল। সেই সেতু অবলম্বন পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি বানরবৃন্দ লঙ্কাপুরে গমন করত শিবির স্থাপন করিলেন। পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য বানর সৈন্য দেখিয়া রাবণের অন্তঃকরণে বাস্তবিক ভীতির সঞ্চার হইল। রাণী মন্দোদরী "রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি

রামের সীতা রামকে প্রত্যর্পণ কর, নর বানরের সঙ্গে কখনই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইও না, কিন্তু রাবণ মন্দোদরীর সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হওত বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র সামান্য মানব নহেন, ইনি স্বয়ং বিষ্ণু অবতার, আপনি যদি মঙ্গল কামনা করেন, তবে রামের সীতা রামকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুন। যেখানে রামের এক দূত সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া গিয়াছে, সেখানে স্বয়ং রাম আসিয়া কি না করিবেন? এই দেখুন সুদুস্তার সুবিশাল জলনিধিকে বন্ধন করিয়া অসংখ্য বানরের সহিত রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় আগমন করিয়াছেন। দেব, দৈত্যও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির হস্তে আপনার মৃত্যু হইবে না, ব্রহ্মা আপনাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমি বলিতেছি রামের সীতা রামকে ফিরিয়া না দিলে নিশ্চয়ই এই নর বানরের হস্তে মৃত্যু হইবে।

বিভীষণের এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করত দশানন ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া বিভীষণকে ভীষণ পদাঘাত করিয়া ভর্ৎসনার সহিত কহিতে লাগিলেন, রে কাপুরুষ! তোর যদি এতই ভয় হয়, তবে তুই রামের শরণাগত হওগে। তোর

মত ভীরু ভ্রাতার মুখ দর্শন করিতে আমি আর ইচ্ছা করি না।

রাবণের পদাঘাতে বিভীষণ ভূপতিত হইয়া ধূলী ধুসরিতাদি হইলেন এবং দারুণ অপমানে গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেই ধুলা পায়েই রামের নিকট গমন পূর্ব্বক রামের শরণাগত হইলেন। বিভীষণকে রামের আশ্রয় করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! মায়াবী নিশাচর সকল অশেষ মায়া জানে, দেখুন এক মায়ামৃগ আমাদিগকে কতই না বিপদে পতিত করিয়াছে! তবুও আপনি মায়ায় ভুলিয়া রাক্ষসকে বিশ্বাস করিতে চাহেন?

লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণে বিভীষণের মনে অত্যন্ত দুঃখের উদ্রেক হইল। তিনি রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি যদি মায়া করিয়া কপটভাবে আপনার নিকট আসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি এই শপথ করিতেছি, আমি যেন কলিকালে রাজা এবং ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করি, আর কলিকালে আমার যেন এক শত পুত্র হয়।

বিভীষণের শপথ বাক্যে লক্ষ্মণ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা, ব্রাহ্মণ এবং বহু পুত্রের পিতা হইবার কারণ কে না প্রার্থনা করেন? এবং ইহার জন্য কে না জন্ম জন্ম তপস্যা এবং যাগ যজ্ঞ

সম্পাদন করিতেছেন? তখন রাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! বিভীষণ বড় কঠিন দিব্যই করিয়াছেন। কেন না কলির রাজা আর কলির ব্রাহ্মণ এবং কলিকালের বহু পুত্রের পিতা এক একটী মূর্ত্তিমান পাপ স্বরূপ। কলির রাজা দারুণ অধর্ম্মাচারি হইয়া প্রজাপীড়ক দস্যু হইবে, আর কলির ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত মহালোভী হইয়া সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করিবে। হে লক্ষ্মণ! কলিকালে যে ব্যক্তি বহু পুত্রের পিতা হইবে, শাস্ত্রানুসারে সাধুলোককে তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। তাহার মুখ দর্শন করিলে সজ্জনের পুণ্যের হানি হইয়া থাকে। ভবিষ্য পুরাণে এ বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ লিখিত আছে, সেই পুরাণ পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবে। এই বলিয়া রামচন্দ্র বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করিলেন।

রাবণ যুদ্ধের কোন আয়োজন করিতেছেন না, নিশ্চিন্ত হইয়া লঙ্কাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র রাবণকে ভৎর্সনা করিবার কারণ বালি পুত্র অঙ্গদকে রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন। 'অঙ্গদ রাবণের সভায় উপস্থিত হইলে, সভাসদ সহিত দশানন মায়া করিয়া সকলেই রাবণের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কিন্তু রাবণের পুত্র মেঘনাদ তখন সেই সভায় ছিলেন, পুত্র হইয়া পিতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া কেবল

তিনিই একাকী আপন স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মেঘনাদকে দেখিয়া অঙ্গদ কহিলেন, দেখ মেঘনাদ! আমি এই সকল মায়াবিকদিগের সহিত কোন কথাই কহিব না, তোমাকে একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহা আমার নিকট সত্য করিয়া বল, এই সমস্ত রাবণই কি তোমার পিতা? তাহা হইলেত মন্দোদরীর বড়ই বাহাদুরী বলিতে হইবে! যাহা হউক সকল রাবণের সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমার পিতা মহাত্মা বালি যে রাবণকে লেজে বন্ধন পূর্ব্বক সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়াছিলেন, আমি একবার সেই রাবণকে দেখিতে চাই। আর যে রাবণ যোগীবেশে শূন্য ঘর হইতে রামের সীতা চুরী করিয়া আনিয়াছেন, সেই রাবণকেই আমার বিশেষ দরকার। যদি পারি তবে সেই সীতা চোর রাবণকে লেজে বাঁধিয়া রামের নিকট উপস্থিত করিব; সেই জন্যই আমি অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। অঙ্গদের বাক্যে লজ্জা পাইয়া রাবণ মায়া ভঙ্গ করিলে, সভাস্থলে তখন একমাত্র রাবণ দৃশ্য হইতে লাগিলেন। তাহাতে অঙ্গদ লম্ফ দিয়া রাবণের মস্তকের মুকুটের উপর আরোহণ করিয়া বসিলেন, তদ্দর্শনে দশানন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সত্য সত্যই বুঝি বালিপুত্র অঙ্গদ আমার গলদেশে লাঙ্গুলবদ্ধ করিয়া আমাকে

রামের নিকট লইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া রাবণ সহসা ভয়ে ভীত হইয়া 'মার্ মার্' রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অঙ্গদ রাবণকে আঁচড় কামড় মারিয়া তাঁহার মুকুট কাড়িয়া লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক রাম পদতলে ঐ মুকুট প্রদান করিলেন।

একটা সামান্য মর্কট বানর আসিয়া আমার মাথার উপর চড়িয়া বসিল, মুকুট কাড়িয়া লইল এবং আঁচড় কামড় মারিয়া আমার যথোচিত দুর্দ্দশা ও অপমান করিল বলিয়া রাবণ ক্রোধারক্ত লোচনে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে গমনের জন্য মেঘনাদকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মেঘনাদ ছিন্নমস্তার উপাসক; তিনি ছিন্নমস্তার পূজা ও নিকুম্ভিলা যজ্ঞ না করিয়া কখনই কোন যুদ্ধে গমন করেন না। তদনুসারে তিনি ছিন্নমস্তা দেবীর পূজা এবং নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করতঃ যুদ্ধ স্থলে গমন করিলেন। মেঘনাদ যুদ্ধে আগমন করিয়াছে দেখিয়া বানরগণের সহিত রাম লক্ষ্মণ তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ সমর করণান্তর ইন্দ্রজিত নাগপাশ অস্ত্রের দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিলেন। নাগগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তাহাদের কালকূট বিষে জর্জ্জরীভূত হওত রাম লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত ও ভূতলশায়ী হইলেন। তাহা দেখিয়া যুদ্ধ জয়

হইল বলিয়া মেঘনাদ জয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে রাম লক্ষ্মণকে মৃতপ্রায় নিরীক্ষণ করতঃ বানরগণ, হনূমান, অঙ্গদ, জাম্বুবান. সুগ্রীব ও বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন। তখন পবন দেব অলক্ষিত ভাবে আগমন পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণের কাণে কাণে এই কথা বলিলেন যে, আপনারা গরুড়কে স্মরণ করুন, তাহা হইলে খগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ আগমন করত ইন্দ্রজিত কর্ত্তৃক নাগপাশ বন্ধন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই। পবনের বাক্যানুসারে রাম লক্ষ্মণ গরুড়কে স্মরণ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে বিনতানন্দন দ্রুতবেগে আগমন করিয়া রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

রাম লক্ষ্মণ নাগপাশ বন্দী হইতে মুক্তিলাভ করিলে পর বিভীষণ, জাম্বুবান ও সুগ্রীব প্রভৃতি আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং 'রামজয়' "রাজা রামচন্দ্র কি জয়" বলিয়া বানরগণ বারম্বার সিংহনাদ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে রাবণ রাম লক্ষ্মণ জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অতিকায়, অকম্পন, ধূম্রাক্ষ ও ভস্মলোচন এবং বীরবাহু প্রভৃতি রাক্ষস বীরগণকে একে একে নর বানরের সহিত সংগ্রাম

করিতে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই রাম লক্ষ্মণের শরে সমরাঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করিলেক। তার পর দশানন বিভীষণের পুত্র তরণীসেনকে যুদ্ধ স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। তরণী শ্রীরামের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিহত হইলেন। তরণীর কাটামুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া রাম রাম বলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিভীষণ রোদন করিতে আরম্ভ করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মিত্র বিভীষণ! তোমার কি হইল? তুমি কেন তরণীসেনের মৃত্যু দর্শনে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে? তরণী তোমার কে? তখন বিভীষণ কহিলেন, প্রভো! তরণীসেন আমার পুত্র এবং আপনাকার পরম ভক্ত, আপনি যে ভক্তকে রাক্ষসকুল হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করিলেন, ইহাতেই আমি আনন্দে রোদন করিতেছি। তরণীসেন বিভীষণের পুত্র, ইহা জানিতে পারিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং রাম বিভীষণকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, মিত্র! তরণী যে তোমার পুত্র, এ কথা তুমি আমাকে পূর্ব্বে বলিলে না কেন? তাহা হইলে আমি কখনই তাহাকে সংহার করিতাম না।

অনন্তর তরণীসেনের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ ইন্দ্রজিতকে আবার যুদ্ধ স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। ইন্দ্রজিত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া

রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া অবশেষে লক্ষ্মণের বাণে প্রাণত্যাগ করিলেন। মেঘনাদের মরণে রাবণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিলেন এবং শক্তিশেল নামক ভীষণ অস্ত্র প্রহারে লক্ষ্মণকে নিপতিত করিলেন।

রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ নিপতিত হইলেন দেখিয়া, রামচন্দ্র রোদন করিতে লাগিলেন! রাম কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তোমার মৃত্যুতে আমার সকল কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া গেল। তোমার মরণে আমার জীবনে কোনই প্রয়োজন নাই! সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমা বিহনে আমি সমুদ্র জীবনে প্রাণত্যাগ করিব। সুতরাং সীতার আর উদ্ধার সাধন হইল না, বৃথা সমুদ্র বন্ধন করিলাম. অকারণ বালিকে হত্যা করিয়া কলঙ্ক ভাগী হইলাম। ভাই! তুমি কি জন্য আমার সঙ্গে বনে আগমন করিলে? তোমার মরণ, আর অশোক বনে সীতার বন্ধন স্মরণ করিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে। ভ্রাতঃ! একবার গাত্রোত্থান কর, নীরব রহিলে কেন? রামচন্দ্রকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া বিভীষণ রোদন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব, হনূমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, জাম্বুবান ও সুষেণ কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনন্তর সুষেণ শ্রীরামকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, প্রভো! স্থির হউন, আর রোদন করিবেন না, ঠাকুর লক্ষ্মণ কখনই মরিবেন না। গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী নামে মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ আছে, এই রাত্রিমধ্যে তাহা আনিয়া লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে নিক্ষেপ করিতে পারিলে, অবশ্যই লক্ষ্মণ ঠাকুর জীবিত হইয়া উঠিবেন। সুষেণের বাক্যাবসানে হনূমান কহিলেন, যদি গন্ধমাদন পর্ব্বতে মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী ঔষধ থাকে, তবে আমি তাহা এই রাত্রি মধ্যেই এখানে আনিয়া দিব সন্দেহ নাই। এই বলিয়া পবন-নন্দন রামচন্দ্রের নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় বিশল্য-করণী চিনিতে না পারিয়া হনূমান পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক তাহা সুষেণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সুষেণ গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্য-করণী লইয়া লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে নিক্ষেপ করিলেন, অমনি লক্ষ্মণ প্রাণ দান পাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ জীবিত হইলেন দেখিয়া রামচন্দ্রের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আহ্লাদে সুষেণ ও হনূমানকে ধরিয়া কোল প্রদান এবং আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও জাম্বুবান আনন্দ কোলাহল আরম্ভ করিলেন। আর 'রাম জয়" "রাজা রামচন্দ্র

কি জয়" বলিয়া বানর সকল সিংহনাদ করিতে লাগিল। এই সকল আনন্দধ্বনি শুনিয়া রাবণ বুঝিল যে, লক্ষ্মণ জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন। তখন তিনি কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধ জন্য প্রেরণ করিতে মানস করিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে রাবণ তাঁহাকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! লঙ্কাপুরী অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। একটা বনের বানর আসিয়া লঙ্কা পোড়াইয়া ছারখার করিয়া গিয়াছে! বীরবাহু ও ইন্দ্রজিত প্রভৃতি বীরগণ কালকবলিত হইয়াছেন, এখন এ সোণার লঙ্কা জনশূন্য প্রায় হইয়াছে এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। এ জন্য মহা বিপদে পতিত হইয়া অকালে তোমার কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ করিতে বাধিত হইয়াছি। তখন কুম্ভকর্ণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কি জন্য আমাদের এই মারাত্মক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? তাহাতে রাবণ কহিলেন, ভাই! অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ নির্ব্বাসিত হইয়া পঞ্চবটীর বনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে সীতা নাম্নী পরমা-সুন্দরী এক কামিনী ছিলেন; আমাদের ভগিনী সুর্পণখা পুষ্প অন্বেষণে সেই বনে গমন করিয়া সীতাকে দর্শন করতঃ তাঁহার সহিত আলাপ ও সম্ভাষণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষ্মণ

বেটা রাগ করিয়া সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছে! সেই জন্য খর দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা সকলেই রাম লক্ষ্মণের বাণে নিহত হয়েন। তখন সূর্পণখা আমার নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে, আমি ঐ সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া অশোক বনে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। ভ্রাতঃ! বলিলে বিশ্বাস করিবে না, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর; জটাধারী রাম লক্ষ্মণ কোথা হইতে পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য বানর পাল সংগ্রহ করিয়া গাছ পাথর ও পাহাড় পর্ব্বত দ্বারা সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় আগমন করতঃ আমাদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন, সেই যুদ্ধে লঙ্কাপুরী বীর শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রজিত রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু জানি না কি মন্ত্রৌষধি প্রভাবে তাঁহারা ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমিও একবার শক্তি-শেলে লক্ষ্মণকে নিপতিত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও সে প্রাণত্যাগ না করিয়া জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। মরিয়াও মরে না, পুনঃ পুনঃ বাঁচিয়া উঠে; এমন বিষম শত্রু হইতে আমরা কিরূপে রক্ষা পাইব? তাই এখন তাহার উপায় স্থির কর। ঐ ভয়ানক শত্রু সংহার করিতে পারে এ সংসারে তোমা ভিন্ন আমি আর অন্য কাহাকেও দেখিতে পাই-

তেছি না। জ্ঞাতি শত্রু বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইয়া মন্ত্রণা দ্বারা আমাদিগের এই নির্ধাত অনিষ্ট সাধন করিতেছে; ঘর সন্ধানেই আমাদিগের এই ভয়ানক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। কুলাঙ্গার বিভীষণ আপন সাক্ষাতেই স্বীয় পুত্র তরণীসেনকেও নিধন করাইয়াছে। বিভীষণ না ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত! ভ্রাতঃ! এই তাহার ধার্ম্মিকতা দেখ; সে আবার পণ্ডিত বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত, তাহার পাণ্ডিত্য কেমন তাহাও দেখ। "রামের সীতা রামকে ফিরিয়া দিন, যুদ্ধ বিবাদে কাজ নাই" এই কথা বিভীষণ কিঞ্চিৎ ভৎসনার সহিত আমাকে কহিয়াছিল, তাহাতেই আমি ক্রোধান্মত্ত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম। সেই অভিমানে সে রামের শরণাগত হওতঃ রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপরাধ সেচুকমাত্র ক্ষমা করিতে পারিল না, ইহা তাহার ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। তাহার ভয়ানক ক্রোধানল রাক্ষসকুলকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, ইহাও তাহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে। হা ধিক্, কুলাঙ্গার বিভীষণ! তোর মুখ দর্শন দূরে থাকুক, তোর নাম কলেও পাপ হইয়া থাকে। তুই ধার্ম্মিক নামে এবং পণ্ডিতকুলে অতি দুরপণের কলঙ্ক অর্পণ করিলি। রোদন বদনে এই কথা বলিতে বলিতে রাবণের শোকসিন্ধু উথলিয়া

উঠিলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

কুম্ভকর্ণ লঙ্কার দুর্দ্দশা ও ত্রিলোক বিজয়ী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দশাননের দুরবস্থা দর্শন ও শ্রবণে শোক দুঃখে বিধূর হইয়া কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে রাবণ চেতন পাইয়া গাত্রোত্থান করতঃ উপবেশন করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনিওত পরমপণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ তবে কেন সর্ব্বদা পর নারীতে আসক্ত হইয়া থাকেন? বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই আমাদের আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা বিপরীত বুদ্ধি সকল সংঘটিত হইবে কেন? যে দিন আমার কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, সেই দিনেই আমার মৃত্যু হইবে। ব্রহ্মার এই বর আছে, আপনি কি তাহাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন? এখন আমি নর বানরের সহিত সংগ্রাম করিতে উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়ই রাম শরে কলেবর পরিত্যাগ করিব। লঙ্কেশ্বর! আপনি আর দিন কতক অপেক্ষা করিতে পারিলেন না? আমি যদি নিয়মিত সময়ে জাগরিত হইতাম, তাহা হইলে নর বানর কোন ছার! মনে করিলে ত্রিভুবন সংহার করিতাম। যাহাহউক কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, সে পক্ষে দৈবই বলবান; দৈবকে অতিক্রম করা হরি হর ও বিধা-

তারও ক্ষমতা নাই। তবে কেন আপনাকে মিছা-মিছি অনুযোগ করি এবং মিথ্যা কেন আপনাকে দোষী করিতেছি।

মহারাজ! এক্ষণে আমি যুদ্ধে যাত্রার আয়োজন করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এই বলিয়া কুম্ভকর্ণ উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন; তিনি পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন রাশি ও তদনুযায়ী পাল পাল মেষ, মহিষ ও ছাগলের মাংস এবং এক সহস্র পীঁপা মদ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণ অতি প্রকাণ্ড বীর, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার শরীর, আর তাঁহার মস্তক জাহাজের তুল্য। কুম্ভকর্ণ দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার মস্তক মেঘ সকল ভেদ করিয়া গগণ স্পর্শ করিতে থাকে। এই মহাবীর আজি নর বানরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ছোট ছোট বানর সকল প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুগ্রীব ও অঙ্গদ প্রভৃতি প্রধান কলেবর বড় বড় বানরগণও পলায়ন পরায়ণ হইলেন। যে হনূমান দুস্তার সাগর লম্ফ দিয়া পার হইয়াছিলেন, যিনি গন্ধমাদন পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক মস্তকে রাখিয়া বহন করিয়া আনিয়া ছিলেন, সেই হনূমান আজ কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া পলায়ন করিলেন, রাম লক্ষ্মণও ভয়ে অস্থির হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

মিত্র! এ মহাবীর কে? ইহার নাম কি? এত দিন ইনি কোথায় ছিলেন? লঙ্কাপুরে এমন বীর বিদ্যমানে কি কারণে আমরা সমুদ্র বন্ধন করিলাম, হায় হায়! সকলি পণ্ডশ্রম হইল; লক্ষ্মণের শক্তিশেল রূপ দুঃসহ বজ্র প্রহার সহ্য করাই সার হইল, সীতার উদ্ধার আর হইল না। আজিকার রণে আমরা সকলে প্রাণত্যাগ করিব তাহার আর সন্দেহ নাই। তখন বিভীষণ রামকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, প্রভো! মনোমধ্যে অনুমাত্রও আশঙ্কা করিবেন না। এই মহাবীর আমার সহোদর, ইহার নাম কুম্ভকর্ণ। ইনি ব্রহ্মার বরে ক্রমাগত ছয় মাস নিদ্রা যান এবং ছয়মাস পরে একদিন মাত্র জাগিয়া থাকেন। ব্রহ্মার এইরূপ বর আছে যে, যে দিন কুম্ভকর্ণের কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হইবে. সেই দিন উহার মৃত্যু হইবে, অদ্য উহার কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। রাবণ অকালে ইহাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধার্থে ইহাঁকে সমরাঙ্গণে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করুন, এখনি ইনি আপনার বাণে প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া বিভীষণ পলায়মান বানরগণকেও আশ্বাস দান করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। তখন কুম্ভকর্ণের সহিত নর বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুম্ভকর্ণ বানরগণকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া ভক্ষণ

করিতে লাগিলেন। বানর সকল তাঁহার বদন গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া নাসারন্ধ্র ও কর্ণবিবর দিয়া বহির্গত। হইতে লাগিল ধীবরেরা যেমন টানাজাল ফেলিয়া চুনা পুঁটীর সহিত বড় বড় মৎস্যগুলিও ধরিয়া থাকে, কুম্ভকর্ণও তদ্রূপ টানা জাল স্বরূপ আপনার প্রকাণ্ড বদন বিস্তার পুরঃসর বানরগণের সহিত রাম লক্ষ্মণ এবং ঘর সন্ধানী বিভীষণকেও গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহাতে রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে স্মরণ করিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষেপ করায় কুম্ভকর্ণের মস্তক দ্বিখণ্ড হইল। তখন কুম্ভকর্ণ নিধন হইল দেখিয়া "জয় রাম শ্রীরাম" "রাজা রামচন্দ্র কি জয়" বলিয়া বানরগণ আনন্দ কোলাহলের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব. বিভীষণ ও জাম্বুবান প্রভৃতি অতীব আহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। আর হনূমান কুম্ভকর্ণের মস্তক টান মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার সেই মাথার খুলিতে প্রকাণ্ড এক সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুন সেই সরোবর জলে স্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুও তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া কুম্ভকর্ণের কপালের সরোবর সন্দর্শন করেন।

কুম্ভকর্ণের মরণে রাবণের মনে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি ভ্রাতৃ শোকে নিতান্ত কাতর

হইয়া অত্যন্ত বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে, রাক্ষসকুলে এমন পুরুষ আর কেহই নাই ; এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মহীরাবণকে তাঁহার মনে পড়িল, তখন তিনি তাঁহাকেই স্মরণ করিলেন। মহীরাবণ দশাননের পুত্র, তিনি আপন পরিজন সমভিব্যাহারে পাতালপুরীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দশানন তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পিতৃ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখন যেমন তাড়িত সংযোগে টেলীগ্রাফের দ্বারা সুদূরস্থ বন্ধু বান্ধবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তখন তেমন ছিল না, তখন ইহা অপেক্ষাও অতি উৎকৃষ্ট বিদ্যা প্রচলিত ছিল। সে সময় দূরস্থ বন্ধু বান্ধবকে কোন সংবাদ দিতে হইলে টেলীগ্রাফ অফিসে গমন করিতে হইত না এবং কিছু খরচাও লাগিত না। ঘরে বসিয়া বন্ধু বান্ধবকে স্মরণ করিলেই তাঁহারা জানিতে পারিতেন, ইহার প্রমাণ হিন্দু শাস্ত্রের অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন সেই মানসিক যোগ বিদ্যা লোপ পাইয়া গিয়াছে।

মহীরাবণ পিতাকে দর্শন এবং সন্দর্শন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিলেন, পিতঃ! আমাকে কি কারণে স্মরণ করিলেন? আজ্ঞা করুন আমি আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিব? লঙ্কাপুরীর সমস্ত

কুশলত? আপনাকে মলিন ও দুঃখিত দেখিতেছি কেন? কোন পীড়া বা বিপদ হইয়াছে কি? লঙ্কার সে সকল আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীত ও বাদ্যধ্বনি কোথায় গেল? তৎ পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে শোকার্ত্তা স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতেছি কেন? লঙ্কাপুরী জনশূন্য ও উচ্ছিন্ন প্রায় দেখিতেছি, ইহারই বা কারণ কি? আর দেবরাজ ইন্দ্রের সভার ন্যায় আপনার সুসমৃদ্ধ বিরাট সভাই বা কোথায় গেল? এক্ষণে আপনাকে একাকী বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি কেন? পিতঃ! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে! আপনি শীঘ্র ইহার বৃত্তান্ত বলিয়া আমার শোক সন্তাপিত অন্তঃকরণকে সুশীতল করুন। তখন রাবণ কহিলেন, পুত্র! সে সকল কথা শুনিলে তোমার অন্তঃকরণ শীতল হওয়া দূরে থাকুক, মন একেবারে দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকিবে। এই বলিয়া তিনি আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত মহীরাবণের নিকট প্রকাশ করিলেন। মহীরাবণ তৎ শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত মনে কহিলেন, তাত! আপনার এক লক্ষ পুত্র এবং সওয়া লক্ষ নাতি, নর বানরের রণে তাহারা সকলে নিধন হইলে পর আপনি আমাকে স্মরণ করিলেন! রাম লক্ষ্মণ সাগর বন্ধন পূর্ব্বক বানরের পাল লইয়া লঙ্কাপুরে আগমন করিবামাত্র আপনি যদি আমাকে স্মরণ

করিতেন, তাহা হইলে আপনার পুত্র পৌত্রের কথা দূরে থাক, একটী সামান্য সৈন্যও মারা পড়িত না।' আমি মায়া বলে রাম লক্ষ্মণকে পাতালে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া কালীদেবীর সম্মুখে নর বলি প্রদান করিতাম। তাহা হইলে বিনা যুদ্ধে আপনার শত্রু নিপাত হইত, এত উৎপাত আর কিছুই হইত না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ইহা বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তাহা খণ্ডন করা কাহারও সাধ্য নাই। এ জন্য আপনার কর্ম্মানুযায়ী ফল, হইয়াছে, এখন আর অনুতাপ করিলে কি হইবে!

যাহাহউক আর কোন চিন্তা নাই! অদ্য অবধি আপনি আর শত্রুভয় করিবেন না। অদ্য রাত্রে আমি মায়াবলে রাম লক্ষ্মণকে পাতালে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া কল্য দেবী সন্নিধানে নরবলি প্রদান করিব। এই বলিয়া মহীরাবণ পিতৃ পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহীরাবণের বাক্য শুনিয়া রাবণের মনে ধারণা হইল যে, এই বারে নিশ্চয়ই শত্রু বিনাশ হইবে। রাম লক্ষ্মণ নিধন হইলে সুগ্রীব, বিভীষণ ও হনূমানাদি বানরগণ সকলেই পলায়ন করিবে। তখন সীতা বিধবা ও নিরুপায় হইয়া আমারে ভজনা করিবে। রাবণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া দুঃখের সাগরে মগ্ন থাকিয়াও যেন একেবার কল্পিত আনন্দরূপ মাথা তোলা দিলেন।

দিবাবসানে কালনিশা আগমন করিল। মায়াবী মহীরাবণও সেই সঙ্গে মায়াবলে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করত রাম লক্ষ্মণকে নিদ্রিতাবস্থায় পাতালে নিজালয়ে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন।

এখানে রাম প্রাণ হনূমান রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে অদূরে এক সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সেই সুড়ঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করিতে করিতে ছদ্মবেশে মহীরাবণের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ছদ্মবেশী হনূমান মহীরাবণের বাটীর পরিচারিকা পরম্পারা জ্ঞাত হইলেন যে, অদ্য মহীরাবণের কালী বাড়ীতে অপূর্ব্ব দুটী বালককে নরবলি দেওয়া হইবে। তখন ছদ্মবেশী হনূমান মহীরাবণের কালী বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তথায় রাম লক্ষ্মণকে দর্শন ও তাঁহাদিগকে মনে মনে প্রণাম করিয়া ছদ্মবেশেই তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহীরাবণ দেবী পূজার আয়োজন করিয়া রাম লক্ষ্মণকে নরবলি প্রদানে উদ্যত হইলে, হনূমান নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীর হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করত সেই খড়্গে মহীরাবণের মুণ্ড ছেদন করিলেন। এবং পাতাল হইতে রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার করিয়া আপনাদের শিবির মধ্যে আনয়ন,

করেন। রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীব ও বিভীষণাদি সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আর "রাম জয়" "রাজা রামচন্দ্রকি জয়" বলিয়া বানরগণ পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। বানরগণের সিংহনাদ শ্রবণে রাবণের মনে নিতান্ত বেদনা উপস্থিত হইল। মহীরাবণ হত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই যুদ্ধ স্থলে উপনীত হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাবণ বধ ও সীতার উদ্ধার।

রাবণকে রণস্থলে দেখিয়া তাহাকে সংহার করিবার কারণ ভগবান রামচন্দ্র ধনুকেবাণ যোজনা করিলেন। তদ্দর্শনে মহাভয়ে ভীত হইয়া দশানন অভয়াকে স্মরণ করত তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাবণের স্তবে দশভূজা দুর্গাদেবী সন্তুষ্টা হইয়া যুদ্ধস্থলে অধিষ্ঠান হওত তাঁহাকে অভয় দান পূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া উপবিষ্টা হইলেন। রাবণকে দুর্গার কোলে দেখিয়া রঘুনাথ ধনুর্ব্বাণ ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং নত মস্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক পার্ব্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন। তার পর রামচন্দ্র চতুঃষষ্টি উপচারে যথাবিধানে ভগবতীর পূজা করিলে, তিনি রামের প্রতি প্রসন্না হইয়া রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। এই অবসরে রঘুনাথ বাণাঘাতে রাবণকে ভূতলে পাতিত করিলে, দশানন মৃতবৎ অচেতন পতিত রহিলেন। মৃত্যুকালে রঘুনাথ দয়া করিয়া রাবণকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন। তখন রাবণ রামরূপ দর্শন করত তাঁহার স্তব করিতে

লাগিলেন। অনন্তর রাম কহিলেন, দশানন! তুমি অতি বিজ্ঞ এবং রাজনীতিজ্ঞ প্রাচীন রাজা। আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ রাজনীতি শিখিতে আসিয়াছি, আমাকে তদ্বিষয় কিছু উপদেশ দাও। তখন আসন্ন মৃত্যু অবস্থায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রাবণ কহিলেন, ভগবন্! আমি জন্মে জন্মে আপনার ঐ চরণের দাস এবং ভক্ত; ভক্তের সম্মান-বর্দ্ধন করাই আপনার স্বভাব, এ জন্য আপনি আমাকে রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; নতুবা ব্রহ্মাণ্ড নাথ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ নীতি আপনার অগোচর আছে? দয়াময়! এ সময় আপনার ভবতারণ শ্রীচরণ আমার মস্তকে অর্পণ করুন। রাজনীতি আর আপনাকে আমি কি বলিব, তবে এই মাত্র বলিতেছি, "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং" অর্থাৎ শুভকর্ম্ম শীঘ্র সম্পাদন করা কর্ত্তব্য আর অশুভকর্ম্ম আদৌ করিবে না, অশুভকার্য্য করিতে নিতান্ত ইচ্ছা হইলে, তৎপক্ষে আজি নহে কালি করিব এই বলিয়া কাল হরণ করা উচিত। শুভকর্ম্ম তৎক্ষণাৎ সম্পাদন না করিয়া তাহাতে আলস্য বা হেলা করিলে সে কার্য্য আর কখনই সম্পাদিত হয় না, ইহা নিশ্চিত জানিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে রাবণ প্রাণ ত্যাগ করিলে বানরগণ "রাম জয়" "রাজা রামচন্দ্র কি জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। •

অনন্তর রামচন্দ্র অশোক বন হইতে সীতাকে আনয়ন করত তাঁহাকে কহিলেন, জনকনন্দিনি! রাবণ তোমাকে হরণ করিয়া দশমাস পর্য্যন্ত রাক্ষসাবাসে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তোমার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা জানিনা; তুমি যদি অগ্নি পরীক্ষা দাও, আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তবেইত আমি তোমায় গ্রহণ করিব; নতুবা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এই বলিয়া রামচন্দ্র অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলে, সীতাদেবী তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনল ইন্ধন সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, কিন্তু সীতার এক গাছি কেশ বা তাঁহার মস্তকের পুষ্প কিছুই স্পর্শ করিল না। তাহাতে রঘুনাথ সীতাকে পরম সতী জানিয়া গ্রহণ করিলেন। তার পর তিনি বিভীষণের সহিত রাণী মন্দোদরীর বিবাহ দিয়া বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রামের অযোধ্যা যাত্রা।

নির্দ্ধারিত চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস পূর্ণ হইলে রঘুনাথ লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে অযোধ্যা-নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত রক্ষরাজ বিভীষণ, কপিপতি সুগ্রীব ও ভল্লুকেশ্বর জাম্বুবান এবং অঙ্গদ, হনূমান, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি বানরগণ ও রাক্ষস এবং ভল্লুক সকলও গমন করিল। পথিমধ্যে রামচন্দ্র চিত্রকুট পর্ব্বতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং রাক্ষস, ভল্লূক ও বানর সকল তাঁহাকে প্রণি-পাত করিল। মুনিরাজ সকলকে সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক যোগবলে উৎকৃষ্ট বাসস্থান, আসন, ভোজন ও শয্যা দান করত আতিথ্য সৎকার করিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পরমর্ষে! পূর্ব্বে আমরা যখন বনবাসে আগ-মন করি, তখন আমরা দুই ভাই এবং সীতা এই তিনজন মাত্র আপনার আশ্রমে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আপনি আমাদিগকে অতি সামান্য

আসন ও ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এখন আমাদিগের সঙ্গে অসংখ্য সৈন্য সত্ত্বেও আপনি আমাদের সকলকেই উৎকৃষ্ট প্রাসাদ, বিচিত্র আসন, অতি উপাদেয় ভোজ্য এবং মনোরম শয্যা সকল প্রদান করিলেন, ইহার কারণ কি? তাহাতে ভরদ্বাজ বলিলেন, "অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণাম্।" অর্থাৎ মনুষ্যের শরীরের পূজা হয় না, অবস্থারই পূজা হইয়া থাকে। আপনি পূর্ব্বে যখন আমার আশ্রমে আগমন করেন, তখন আপনি দেশ বহিষ্কৃত বনবাসী মাত্র ছিলেন, এক্ষণে আপনি অযোধ্যার রাজা, কেবল অযোধ্যার রাজা কেন, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর! সুতরাং অধুনা আপনার রাজোচিত সম্মান রক্ষিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাম রাজা।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ মুনির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে অযোধ্যাধামে উপনীত হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাম প্রথমে মাতা কৌশল্যার শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন, কমললোচন রামচন্দ্রের মুখকমল দর্শন করিয়া কৌশল্যার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তার পর রঘুনাথ বিমাতা কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। রামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কৈকেয়ী কহিলেন, রঘুনাথ! তুমি দেশে আসিয়া যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। বিধাতার নির্ব্বন্ধানুসারেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা খণ্ডন করা কাহারও সাধ্য নাই। বৎস! তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণের উদ্বেগ দূরীভূত করণের জন্য বনবাসে গমন করিয়াছিলে, কিন্তু মাঝে পড়িয়া অনন্ত কালের নিমিত্ত আমি কেবল দুরপণেয় কলঙ্ক সাগরে নিমজ্জিত হওত হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম!

অশোক বনে সীতার দশমাস মাত্র দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু এই ঘোরতর কলঙ্কজনিত নিদারুণ দুঃখ জীবনে মরণে অনন্তকালের জন্যে আমাকে ভোগ করিতে হইল। আমি তোমার বিমাতা বলিয়া কি আমার কপালে এই দুঃখ যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলে। বাছা! তুমি যদি কখন আমার উদরে জন্মগ্রহণ. করিয়া আমাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন কর, তাহা হইলেই আমার মনের যন্ত্রণা দূর হইতে পারে। বিমাতার বাক্য শ্রবণে গুণনিধি দয়াময় রামচন্দ্র কহিলেন, মা! আপনকার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। দ্বাপরযুগে আমি কৃষ্ণ অবতারে আপনার উদরে জন্মগ্রহণ করিব, সে সময়ে আপনি দৈবকী নামে বিখ্যাত হইবেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অযোধ্যানগরের রাজা হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রভৃতি মুনি ঋষিগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাশয়ে তাঁহার সভায় সমুপস্থিত হইলেন। মুনিগণকে সমাগত দেখিয়া রঘুনাথ ভক্তিভাবে তাঁহাদিগের পাদপদ্ম বন্দনা করত তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিলেন। তাহাতে তাঁহারা পরম প্রীত ও ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন! তার পর মুনিগণ রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র। আপনি যেমন সত্য বীর; গুণনিধি লক্ষ্মণও তেমনি যুদ্ধবীর।

লক্ষ্মণ এবং হনূমান আপনার সাহায্য না করিলে কখনই রাক্ষসকুলের বিনাশ ও সীতার উদ্ধার হইত না। এই লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর আহার করেন নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রা যান নাই এবং চতুর্দ্দশ বৎসর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন নাই, এই নিমিত্ত ইনি মহাবীর ইন্দ্রজিতকে নিধন করিতে সামর্থ হইয়াছেন। রাবণই বল আর কুম্ভকর্ণই বল, ইন্দ্রজিতের সমকক্ষ বীর লঙ্কায় আর কেহই ছিল না। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিতকে এই বলিয়া বর দিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রজিত! সুরাসুর নাগ নরাদি কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। তবে যিনি চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত অনিদ্রায় অনাহারে থাকিয়া নারীর মুখ দর্শন করিবেন না, তাঁহারই হস্তে তুমি নিহত হইবে।

অতঃপর মুনিগণ রামকে বলিলেন, এই হনূমান শিব অংশে পবনদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিভাবে আপনার দাসত্ব করিতেছেন। ইনি শিব সদৃশ মহাশক্তি বিশিষ্ট অমিত পরাক্রম মহাবীর। ইনি যে দিন ভূমিষ্ঠ হন, সে দিন প্রাতঃকালে সূর্য্যদেবকে আকাশে উদয় হইতে দেখিয়া রাঙা ফল বিবেচনা করত জননীর ক্রোড় হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া সূর্য্যদেবকে ধারণ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া মুনিগণ লক্ষ্মণ ও হনূমানের বিশেষ প্রশংসা করিয়া রামের নিকট

হইতে বিদায় গ্রহণ করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি এই অবতারে আমার অনুজ হইয়া যেমন আমার সেবা করিলে, কৃষ্ণ অবতারে আমিও তেমনি তোমার অনুজ হইয়া তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য তুল্য হইব। রঘুনাথ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া হনূমানকে আলিঙ্গন করতঃ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং সীতাদেবীও হনূমানকে এক ছড়া রত্নময় হার প্রদান করিলেন। হনূমান রত্নহার গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু ক্ষণকাল পরে কহিলেন, এই হারে আমার কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে রাম নামের কোন সম্বন্ধ নাই, রাম নাম বিহীন বস্তু আমি কখনই ধারণ করিব না, এই বলিয়া তিনি সেই রত্নমালা দন্ত দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে সীতাদেবী ঈষৎ ক্রুদ্ধা হইয়া হনূমানকে কহিলেন, হনূমান! যদি রাম নাম হীন বস্তু ধারণে তোমার ইচ্ছা নাই, তবে তুমি এ দেহ ধারণ কর কেন? জানকীর এই কথা শ্রবণ মাত্র হনূমান আপন সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা নিজ বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তখন সকলে দেখিতে লাগিলেন যে, হনূমানের বক্ষঃমধ্যে মণিময় উজ্জ্বল অক্ষরে লক্ষ লক্ষ রাম নাম লিখিত

রহিয়াছে। ভগবান রামচন্দ্র দুষ্ট দমন পূর্ব্বক প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে কাহারও কোন বিষয়েরই অভাব রহিল না। ধন ধান্যে প্রজা মাত্রেরই ঘর পরিপূর্ণ হইতে লাগিল এবং জ্ঞান ধর্ম্মে সকলেই বর্দ্ধমান হইলেন। রামরাজার যশে ধরণী প্রফুল্লিতা হইলেন, কিন্তু রামের দেশব্যাপী একটী কলঙ্ক রটনা হইতে লাগিল। ইতর প্রজাগণ ঘরে ঘরে বলাবলি করিতে লাগিল যে, "যে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া রাবণ রাজা দশ মাস আপন ঘরে রাখিয়াছিলেন, সেই সীতাকে লইয়া রামচন্দ্র এক্ষণে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতেছেন! রাজরাজাড়ার পক্ষে সকলই সম্ভব এবং শোভা পাইতে পারে কিন্তু আমরা গরিব দুঃখী লোক কখনই এ কাজ করিতে পারিতাম না।" এই কলঙ্কের কথা ক্রমে ক্রমে রামের কর্ণগোচর হইল, তাহাতে তিনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, ভাই! আমি তোমাকে একটী আদেশ করিব, যদি তুমি সেই আদেশ প্রতিপালন না কর বা তৎপক্ষে কোন আপত্তি কর, তাহা হইলে আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না। ভ্রাতঃ! সীতার জন্য আমরা আর মুখ দেখাইতে পারি না। রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতাকে গ্রহণ জনিত আমার কলঙ্কে

লোকেরাও আমার ব্যবহারে আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেছে। তাই বলিতেছি, ভাই! সীতাকে তুমি বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইস। একবার বাল্মীকির তপোবন দর্শন করিব বলিয়া সীতা ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই উপলক্ষ করিয়া তুমি সীতাকে, বাল্মীকির তপোবনে লইয়া গিয়া রাখিয়া আইস। রামের এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের হৃদয় বিকম্পিত হইল; তাঁহার শরীর হইতে স্বেদ নীর এবং নেত্র হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি অনেকক্ষণ অবাক হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার স্বর ভঙ্গ হইল! তিনি যোড় করে কাকুস্বরে গদগদ বচনে কহিলেন, প্রভো! সীতা মাতা না এখন অন্তঃস্বত্বা আছেন? এই অবস্থায় বনবাসে তাঁহাকে অসহায় বনবাসে প্রেরণ করিলে বোধ হয়, আপনার আরও কলঙ্ক হইবে! আপনার দয়াল নামের হানি হইবে। সীতা মাতাকে বাল্মীকির তপোবনে পাঠাইতে চান পাঠান, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দুই চারিজন পরিচারিকা প্রেরণ করিতে হইবে। তখন রাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! সীতাকে বনবাস দিয়া পরিচারিকা দ্বারা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিলে আমাদের কলঙ্ক ক্ষালিত হইবে না, তাহা হইলে তাঁহাকে বনবাস দিবারই বা

প্রয়োজন কি? রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ দুঃখিত চিত্তে রথ লইয়া সীতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং যোড় হস্তে জানকীকে কহিলেন, মাতঃ! আপনি পূর্ব্বে বাল্মীকির তপোবন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অতএব এক্ষণে তথায় গমন জন্য এই রথে আরোহণ করুন, প্রভু রামচন্দ্র আপনাকে বাল্মীকির তপোবনে লইয়া যাইতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণের বাক্যাকর্ণনে সীতাদেবী হৃষ্ট মনে বাল্মীকির তপোবনে দর্শনার্থে লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে রথারোহণে গমন করিলেন। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে জানকীকে কহিলেন, মাতঃ! ভগবান রামচন্দ্র আপনার কলঙ্ক ভার বহন করিতে না পারিয়া আপনাকে এই বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন! লক্ষ্মণের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে সীতা দুঃখ ও ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! তাঁহার তপ্তকাঞ্চন ন্যায় দ্যুতি ম্লান মূর্ত্তি ধারণ করিল। লক্ষ্মণ নানা উপায়ে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইলে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন যে, আমি রাজনন্দিনী ও রাজরাণী হইয়া আজ গর্ভাবস্থায় কাঙ্গালিনীর ন্যায় নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় কিরূপে বনমধ্যে কালযাপন করিব।, আমাকে একাকিনী নির্জ্জনে পাইয়া দ্বিতীয় কোন রাবণও আমার

প্রতি বল প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই। আমার গর্ব্বে যদি সন্তান না থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনি আত্মহত্যা করিতাম। হে বিধাতঃ! তুমি এই দণ্ডে আমার কপালে মৃত্যু লিখিয়া দাও। শমন! তুমি আমার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক এখনি যমালয়ে লইয়া যাও। বন্য সর্প আসিয়া এখনি আমাকে দংশন করুক, অথবা সিংহ ব্যাঘ্রাদি আসিয়া আমাকে ভক্ষণ করুক। সীতাদেবী এই রূপে বিলাপ পরিতাপ করিতে থাকায় বাল্মীকি মুনি তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া নিজাশ্রমে লইয়া গেলেন, লক্ষ্মণও অযো-ধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি নিজ দুহিতার ন্যায় সীতাকে আপন আশ্রমে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানে জানকী যমক দুই পুত্র প্রসব করিলেন; বাল্মীকি মুনি একের নাম লব ও অপরটীর নাম কুশ রাখি-লেন। লব কুশ ক্রমে [illegible] বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুনি সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন ও রামায়ণ গান শিক্ষা করিলেন। একদা [illegible] ক মুনি বালক লব ও কুশকে অযোধ্যানগরে [illegible] লইয়া গিয়া রামায়ণ গান করিতে আ[illegible] রলেন। তাহাতে লব কুশ রামের সভায় [illegible]। সমগ্র রামায়ণ গান করিলে, রঘুনাথ [illegible] মধ্যে আপনার সমস্ত বিবরণ ও লব [illegible] পুত্র, ইহা স্পষ্ট

রূপে জানিতে পারিলেন। তখন রামচন্দ্র লব ও কুশকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগের মুখ চুম্বন পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিয়া বাল্মীকির তপোবন হইতে জানকীকে অযোধ্যাধামে আনয়ন করত পুনর্ব্বার তাঁহাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে কহিলেন। তাহাতে সীতা সতী অত্যন্ত দুঃখিত হওত পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ ধরিত্রি! তুমি আমাকে স্থান দাও, আমি বারম্বার অপমান ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না! এই বলিয়া জনক কুমারী কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে, বসুন্ধরা বিদীর্ণ হওয়ায় সীতা তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তখন সীতানাথ নিতান্ত শোক সন্তাপে কাতর হইয়া লব কুশকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।